Approved as a Text Book by the Central
Text-book Committee, Bengal, 1913
Approved by the Central Text Book Committee,
Bihar & Orissa at its meeting held on
the 31st July, 1916

কাব্য-কলিকা

প্রথম ভাগ

উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, এ, বি, এল,
সঙ্কলিত

সপ্তম সংস্করণ

CALCUTTA
SEN BROTHERS & CO.
BOOKSELLERS AND PUBLISHERS
8 & 9, COLLEGE STREET

1918

[কাপড়ে বাঁধাই ।/০ আনা

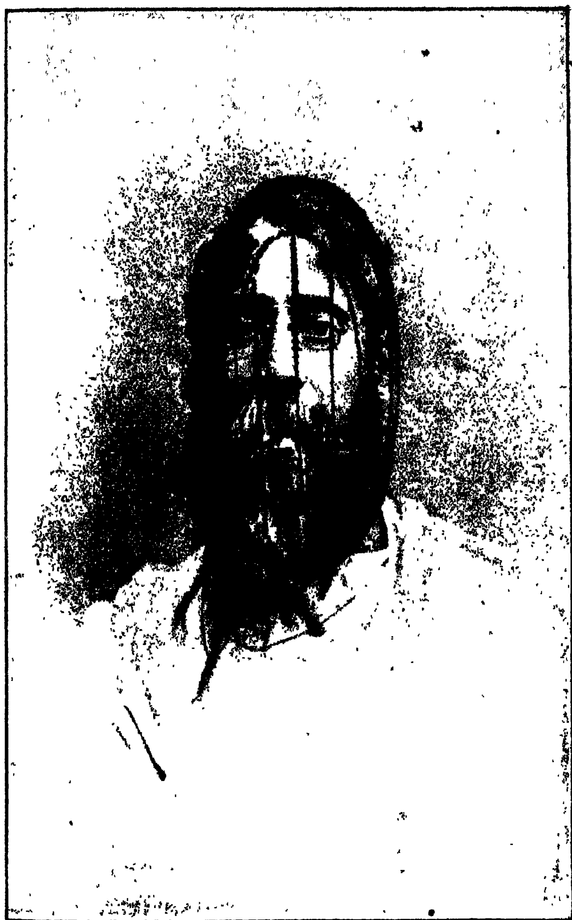
UBLISHED BY
B. N. SEN,
8 & 9, COLLEGE STREET.

KUNTALINE PRESS
61, BOWBAZAR STREET, CALCUTTA
PRINTED BY P. C. DASS.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড



সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

কাব্য-কলিকা

প্রথম খণ্ড

—*১*—

স্তোত্র

জয় ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্
জয় জয় ভবপতি !
করি প্রণিপাত এই কর নাথ—
তোমাতেই থাকে মতি।
অখিল সংসার রচনা তোমার
যে দিকে ফিরাই আঁখি,
অতি অপরূপ হেরে তব রূপ
বিমোহিত হ'য়ে থাকি !
আকাশ সাগর গহন শিখর
দৃষ্টি করি আমি যাহে,
হেন জ্ঞান হয়, ওহে দয়াময়,
বিরাজিত তুমি তাহে।

পৃথিবী সলিল অনল অনিল
রবি শশী গ্রহ তারা,
নিয়ম তোমার করিয়া প্রচার
পরিচয় দেয় তারা।

কুসুম-কেশরে ভ্রমর বিহরে
সুখে করে মধুপান ;
নানা রাগ-ভরে গুন্ গুন্ স্বরে
করে তব গুণ গান।

কোকিল কলাপ মধুর আলাপ
করিছে, ধরিছে তান ;
শুনে যায় ক্ষুধা, তাহাতে কি সুধা
ক্ষরিছে, হরিছে প্রাণ !

যতেক খেচর লয়ে সহচর,
সহচরীসহ চরি,
বসি তরু'পরে কলরব করে,
মরি মরি, আহা মরি !

কভু বনে চরে, বিমানে বিহরে,
কভু স্থলে করে খেলা ;
নিজ নিজ ঝাঁকে পাখী থাকে থাকে
করিতেছে যেন মেলা ;

উদর ভরিয়া আহার করিয়া,
প্রীত হ'য়ে গীত ধরে,

কি কহিব আর, সে গানে তোমার
মহিমা প্রচার করে !
শাখিশাখা যত ফল ভরে নত,
চরণে প্রণত তারা ;
পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে—
দর দর প্রেমধারা !
যে পেয়েছে আঁখি দেখিতে কি বাকি,
কিছু আর তার আছে ?
মহিমা তোমার প্রকট প্রচার
সদা রয় তার কাছে ।
ওহে ভবধব ! কি করিব স্তব,
মানস-তিমির হর ;
অজ্ঞান নাশিয়া, তত্ত্বজ্ঞান দিয়া,
আমারে কৃতার্থ কর ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম ।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্ত্তি ভাবে আমি দেব,—হাসে অন্তর্যামী ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—* ২ *—

প্রভাত

১

অরুণ মুকুট শিরে,
অধরে উষার হাসি,
পদতলে প্রস্ফুটিত
শত শত ফুল-রাশি।

২

শুভ্র পরিমল বায়ে
উথলিত তনু খানি,
ধরায় চরণ দান!
করেন প্রভাত রাণী।

৩

আনন্দের কোলাহলে
চারিদিক্ নিমগন,
পাখী গায় আগমনী,
হাসে বন উপবন।

৪

কম্পিত সরসী-হিয়া,
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়,
কমল কোমল আঁখি
সুধীরে খুলিয়া চায়!

উপকূলে থরে থরে
বায়ুভরে দুলি দুলি,
হরষে সরসে মুখ
দেখিতেছে তরু-গুলি ! ২০

৬

শ্যাম শস্য দুর্ব্বাদল
ভক্তিভরে নুয়ে নুয়ে
প্রণমে তাঁহারে সুখে,
ধরাতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে । ২৪

৭

শুভ্র অভ্র জ্যোতির্ম্ময়
অরুণ-কিরণ মাখা,
গাহিয়া উড়িছে পাখী
বিছায়ে পেলব পাখা । ২৮

৮

এসেছে তুলিতে ফুল
বালিকা সাজিটি হাতে !
ভুলে গেছে ফুল-তোলা
চেয়ে আছে নভ-পাতে ! ৩২

৯

বালিকা দেখিছে চেয়ে,
ফুল-তোলা গেছে ভুলে,
প্রতিধ্বনি গাইতেছে
সপ্তমে লহরী তুলে ৩৬

১০

কোমল অমৃত সুরে
বিভু নামে উঠে তান,
প্রভাত আনন্দে মগ্ন
সে গীত করিয়া পান ! ৪০

স্বর্ণকুমারী দেবী

পরোপকার

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল ;
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্নদান ;
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজস্বরে অপরে মোহিত ;
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে ।

রজনীকান্ত সেন

—*৩*—

মধ্যাহ্ন

নিস্তব্ধ নিঝুম দিক্
শ্রান্তি ভরে অনিমিখ,
বসন্তের দ্বিপ্রহর বেলা ;
রবির অনল কর
শীতলিতে কলেবর
সরোবরে করিতেছে খেলা।
বায়ু বহে শন শন,
বিকম্পিত উপবন,
ঘুঘু ডাকে সকরুণ ডাক ;
মাঝে মাঝে থেকে থেকে
কোথা হতে উঠে ডেকে
কঠোর গম্ভীর স্বরে কাক।
নীল নীলিমার গায়
শাদা মেঘ ভেসে যায়,
চিল উড়ে পাতার সমান ;
চাতক সে ক্ষুদ্র পাখী
সকরুণ কণ্ঠে ডাকি
মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।

মুকুলিত আম্রশাখে,
পল্লবিত তরু-থাকে,
কুহু কুহু কোকিল কুহরে ;
হিল্লোলিত সরোকায়া,
ঘুমায় গাছের ছায়া,
গাভী নামি জলপান করে।
এলোচুলে মেয়েগুলি
কলস কোমরে তুলি,
স্নান করি গৃহে ফিরে যায়।
একটি রাখাল ছেলে
দূর মাঠে গরু ফেলে
কুঞ্জবনে বাঁশরী বাজায়!

স্বর্ণকুমারী দেবী

মূল

আগা বলে—আমি বড়, তুমি ছোট লোক!
গোড়া হেসে বলে, ভাই ভাল তাই হোক!
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্ব্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব্ব মোর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—* ৪ *—

আষাঢ়

নীল নবঘনে, আষাঢ় গগনে,
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে, ঘরের
বাহিরে!
বাদলের ধারা ঝরে ঝর ঝর,
আউষের ক্ষেত জলে ভর ভর,
কালিমাখা মেঘে ওপারে আঁধার
ঘনিয়েছে, দেখ চাহিরে!
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে!
ওই ডাকে শোন ধেনু ঘনঘন,
ধবলীরে আন গোহালে!
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে!
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি?
রাখাল বালক কি জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে!
এখনি আঁধার হবে, বেলাটুকু
পোহালে?

শোন শোন ঐ পারে যাবে বলে,
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে ?
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে !
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদরবেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজিরে !
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে
আজিরে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নেগো তোরা
যাস্‌নে ঘরের বাহিরে !
আকাশ আঁধার, বেলা বেশী আর
নাহিরে !
ঝরঝরধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ওই বেণুবন দুলে ঘনঘন
পথপাশে দেখ চাহিরে !
ওগো আজ তোরা যাস্‌নে ঘরের
বাহিরে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

— * ৫ * —

কৈলাস বর্ণন

কৈলাস ভূধর অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস ॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত ।
বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে ।
কোকিল হুঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল শার্দ্দূল রাখাল
কেশরী-হস্তি-শৃগাল ।
ময়ূর-ভুজঙ্গে ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা নাহি তৃষ্ণা-ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে ।
যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
কেহ কারে নাহি মারে ॥

নাহি ভেদাভেদ   নাহিক বিচ্ছেদ
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা-মৃত্যু নাই   অপরূপ ঠাঁই
কেবল সুখের মূল॥
চৌদিকে দুস্তর   সুধার সাগর
কল্পতরু সারি সারি।
মণিবেদী পরে   চিন্তামণি ঘরে
বসি গৌরী ত্রিপুরারি॥
নন্দী দ্বারপাল   ভৈরব বেতাল
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ   ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ
গণিতে কার শকতি॥

ভারতচন্দ্র

ভিক্ষা ও উপার্জ্জন

বসুমতি, কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা।
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন্ বসুমতী—
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে একেবারে ছাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—* ৬ *—

যক্ষের আলয়

কুবের-আলয় ছাড়ি, উত্তরে আমার বাড়ী,
গিয়া তুমি দেখিবে তথায় ;
সম্মুখে বাহির-দ্বার, শোভা কেবা দেখে তার,
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।
পার্শ্বে এক সরোবরে, জল থই থই করে,
শোভে তাহে নলিনীর হাট।
উহার একটি ধারে, অপরূপ দেখিবারে,
রমণীয় মণিময় ঘাট !
সরসীর স্বচ্ছ জলে, ইতস্ততঃ দলে দলে
ভ্রমে হংস হংসী অবিশ্রামে।
যাইতে মানস-সরে, কারো না মানস সরে,
আছে তারা এমনি আরামে।
উদ্যানে একটি চারু শিশু পারিজাত তরু,
বায়ু-কোলে হেলে পুষ্প হাসে ;
বহুযত্নে জল দিয়া, বাড়ায়েছে তারে প্রিয়া,
সুতস্নেহ তেঁই ভালবাসে।
উচা ভূমি একধারে, গিরিসম দেখিবারে
নীলকান্তি-শিখরে বিরাজে ;
সুবর্ণ-কদলী যত, চারিধারে শোভে কত
মেঘে যেন সৌদামিনী সাজে !

মাধবী-মণ্ডপ'পরে, কুরুবক শোভা করে,
ফুল-গন্ধে ছোটে অলিকুল ;
লতায় পাতায় ঘেরা, আছয়ে সবার সেরা,
দুটি গাছ অশোক-বকুল।
তাহার মাঝেতে আর, ময়ূরের বসিবার,
সোণার একটি আছে দাঁড়—
শিখী যথা কেকাভাষী, সন্ধ্যাকালে বসে আসি,
আনন্দেতে উঁচা করি ঘাড়।
তাহারে নাচায় প্রিয়া, করতালি দিয়া দিয়া,
রুণু রুণু বাজে তায় বালা ;
স্মরিলে সে সব কথা, মরমে জনমে ব্যথা,
জ্বলি উঠে হৃদয়ের জ্বালা।
এ সকল নিদর্শনে, চিনিবে মুহূর্ত্ত ক্ষণে,
দেখে মাত্র মোর বাড়ী পানে ;
এবে উহা শূন্য-প্রায়, কমল না শোভা পায়,
কখনও দিবা-অবসানে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

—* ৭ *—

স্পর্শমণি

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম।
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, "কোথা হ'তে আগমন
কি নাম ঠাকুর ?"
বিপ্র কহে, "কিবা কব পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি' বহুদূর।
জীবন আমার নাম মানকরে মোর ধাম
জিলা বর্দ্ধমানে,
এত বড় ভাগ্যহত দীনহীন মোর মত
নাহি কোনখানে।
জমিজমা আছে কিছু করে আছি মাথা নীচু,
অল্প স্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম্ম যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে
আজ কিছু নাই।
আপন-উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা।—
একদিন নিশি ভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে—
পূরিবে প্রার্থনা;

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরি দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি কাছে আছে জেনো
ধনের উপায় !”

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন্—
“কি আছে আমার !
যাহা ছিল সে সকলি ফেলিয়া এসেছি চলি’
ভিক্ষামাত্র সার !”

সহসা বিস্মৃতি ছুটে,— সাধু ফুকারিয়া উঠে—
“ঠিক্ বটে ঠিক্ !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ মাণিক !

যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর দুঃখ তব হোক্ দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে !”

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি’
ছুঁইল যেমনি !

ব্রাহ্মণ বালুর ’পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে,—
ভাবে নিজে নিজে।

যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কি যে!
নদীপারে রক্তছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে,—
তখন ব্রাহ্মণ উঠে, সাধুর চরণে লুটে,—
কহে অশ্রু জলে,—
"যে ধনে হইয়া ধনী, মণিরে মাননা মণি,
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে!"—এত বলি নদীনীরে
ফেলিলা মাণিক!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—*৮*—

কোন্ ব্যক্তি আমার বন্ধু নয়

১

যাঁহার প্রসাদে পেয়ে শরীর জীবন,
আনন্দে অবনী ধামে করে বিচরণ,
ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু আর সলিল, আকাশ,
প্রতিক্ষণ যাঁর দয়া করিছে প্রকাশ,
সমুদয় সুখ যিনি করেন বিধান;
এমন ঈশ্বরে যেই নহে ভক্তিমান্,—
থাকুক্ তাহার বিদ্যা, বুদ্ধি অতিশয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়!

২

নিরাশ্রয় বাল্যকালে করিল পালন,
বিদ্যা শিখাইতে কত করিল যতন,
কায়মনোবাক্যে শুভ করিয়া কামনা,
সতত ঈশ্বর-স্থানে করিছে প্রার্থনা
এমন জননী আর জনক স্থবির,
পরুষ আচারে যার ফেলে নেত্র-নীর—
বলুক সুকৃতী তারে লোক সমুদয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়!

৩

যে দেশে লইয়া জন্ম, প্রিয় পরিজন—
সহ সুখে নিবসতি করে অনুক্ষণ;
যে দেশের বিপদেতে হইবেক ক্ষতি,
ঘটিবে মঙ্গল যার হইলে উন্নতি;
সমস্ত পৃথিবী মাঝে মনোহর ঠাঁই,
এমন স্বদেশ প্রতি প্রীতি যার নাই—
হউক প্রাধান্য তার ব্যাপ্ত বিশ্বময়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

৪

পরিশ্রমে অপারগ, বয়সে প্রাচীন,
অন্নাভাবে শীর্ণকায়, বদন মলিন,
ছিন্নবাস জানুমাত্র আচ্ছাদন করে,
ভিক্ষা হেতু পথ হাঁটে কর-যষ্টি-ভরে,

এমন ভিক্ষুক মুখে কাতর বচন
শুনিয়া বিরাগ ভরে ফিরায় বদন—
থাকুক অতুল তার বিভব বিষয়,
সে জন আমার বন্ধু কখন ত নয়।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়

—* ৯ *—

মানুষ কে

১

নিয়ত মানসে যার একরূপ ভাব,
জগতের সুখে সুখ, দুঃখে দুখলাভ,
পরপীড়া পরিহার পূর্ণ পরিতোষ,
সদানন্দে পরিপূর্ণ নাহি বৃথা রোষ,
নাহি চায় আপনার পরিবার-সুখ,
দেশের মঙ্গল কার্য্যে সদা হাস্য মুখ,
কেবল পরের হিতে সুখলাভ যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

২

নাহি চায় রাজপদ, নাহি চায় ধন,
স্বর্গের সমান দেখে বন উপবন,
পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন,
সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন,

আত্মার সহিত সব তুল্য মনে গণে
স্বজাতি বা ভিন্ন জাতি ভেদ নাহি মনে
সকলি সমান, মিত্র শত্রু নাহি যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

৩

অহঙ্কার-মদে নহে কভু অভিমানী,
সর্ব্বদা রসনা-রাজ্যে বাস করে বাণী,
ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে,
শত্রু মিত্রে পরিণত রসনার রসে,
মিথ্যার কাননে কভু ভ্রমে নাহি ভ্রমে,
কদাচ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ নহে কোন ক্রমে,
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

৪

মঙ্গলের প্রতি সদা প্রেম অতিশয়,
কদাচ না করে তাহে জীবনের ভয়,
স্বার্থ ত্যজি অন্ত তাঁরে সদা পরিক্রমে,
জীবের কল্যাণ হেতু নানাস্থানে ভ্রমে,
দুর্গম সুগম স্থল বিবেচনা নাই,
চিন্তার সহিত নিদ্রা থাকে এক ঠাঁই,
সতত গলায় পরে করুণার হার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর ?

৫

চেষ্টা-যত্ন-অনুরাগ মনের বান্ধব,
আলস্য তাদের কাছে মানে পরাভব,
বিপন্নে দেখিবামাত্র আয় আয় ডাকে,
পরিশ্রম প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে থাকে,
চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে সমুদয় আশা,
যতনে হৃদয়ে যার বাসনার বাসা,
স্মরণ স্মরণমাত্র আজ্ঞাকারী যার,
মানুষ তারেই বলি, মানুষ কে আর?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

—* ১০ *—

চৈতন্যের সন্ন্যাস

১

আজি শচী মাতা কেন চমকিলে?
ঘুমাতে ঘুমাতে উঠিয়া বসিলে?
লুণ্ঠিত অঞ্চলে নিমু নিমু বলে,
দ্বার খুলি মাতা কেন বাহিরিলে?

২

"বউমা! বউমা! ঘুমা'ওনা আর!
উঠ অভাগিনি! দেখ একবার;
প্রাণের নিমাই বুঝি ঘরে নাই;
বুঝিবা পলাল করি অন্ধকার!"



৩

তাই বটে, হায় ! বধূ একাকিনী
রয়েছে নিদ্রিত সরলা কামিনী ;
শূন্য পড়ি ঘর ; "কোথা প্রাণেশ্বর !"
গেছে গেছে করে উঠে বিনোদিনী। ১২

৪

"সে কি বল বউ ! ওমা সে কি কথা !
হায় মোর নিমাই পলাইল কোথা ?"
পাগলিনী প্রায়, দ্বারে গিয়া হায়,
নাম ধরে কত ডাকিলেন মাতা ! ১৬

৫

ডাকেন জননী নিমাই ! নিমাই !
প্রতিধ্বনি বলে, "নাই নাই নাই" ;
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে ; কোথারে নিমাই। ২০

৬

গম্ভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি "যাই যাই" করে ;
ভাবেন জননী আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে। ২৪

৭

নিমাই ! নিমাই ! হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হলে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননি ! তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে ওই গেল চলে ।

৮

শচী মাতা কাঁদে, ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে, পুত্তলীর প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা, বিষণ্ণ-বদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায় ।

৯

রজনী পোহাল দিক্ প্রকাশিল,
শচীর ক্রন্দন গগনে উঠিল ;
উঠি প্রতিবাসী ত্বরা করি আসি
“কি হইল” বলি দ্বারেতে ডাকিল ।

১০

ঘরে আসি দেখে সে ঘর আঁধার !
সে প্রসন্ন মুখ সেথা নাহি আর !
শিরে কর দিয়ে পড়িল বসিয়ে ;
“হায় কি হইল !” মুখেতে সবার ।

১১

এদিকেতে গোরা নিজবেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ;
হরি-গুণ গান করি পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায়।

১২

নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আর বার ভাবে জননীর কথা।

১৩

বলেন সঘনে, "কোথা দয়াময় !
রহিলা জননী, ক'রো যাহা হয় ;
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে
এদেহে জীবন যত কাল রয়।

১৪

নির্ম্মল-প্রকৃতি সরলা যুবতী
ঘরে আছে জায়া পতিব্রতা সতী ;
তারে দয়া করি তবে দেখো হরি !
ক'রো ক'রো নাথ ! তাহার সদ্গতি।

১৫

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি দেও অনুমতি !
করি সংকীর্ত্তনে তোমা দুই জনে
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি ।”

১৬

এত বলি গোরা নদে ছাড়ি যায়,
নদেপুরী শোকে করে হায় হায় !
কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হত বুদ্ধি প্রায় ।

শিবনাথ শাস্ত্রী

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক, পথ বহি যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠ-রোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চীৎকার,
ক্ষতস্থান বহি' তার পড়ে রক্তধার ।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি' তার ক্ষত বাঁধি দিল ;
শিরস্ত্রাণ কহে,—“মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে প'ড়ে হইলাম ধন্য ।”

রজনীকান্ত সেন

—* ১১ *—

ভ্রাতৃভক্তি

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির॥
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশে।
শ্রীরামের আশ্রমেতে যাইয়া প্রবেশে॥
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর।
পথ পর্য্যটনে অতি মলিন শরীর॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ কমলে।
আনন্দে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে॥
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ।
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন॥
বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে।
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে॥
অপরাধ ক্ষমা কর চল প্রভু দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মনঃক্লেশ॥
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥
চল প্রভু অযোধ্যার লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা অনুসার॥

শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়।
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতায়॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
তোমা বিনা ভরতের আর নাহি গতি।
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি॥
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব।
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্যলাভ॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে।
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে॥
তোমারে জানাব কত আছ যে বিদিত।
বিবেচনা করিবা সর্ব্বদা হিতাহিত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর জানহ গত প্রায়।
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়॥

যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা।
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা॥
তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে।
ত্রিভুবনে আমার কি করে কার ডরে॥
শ্রীরাম বলেন, হে ভরত প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক॥
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য্য।
সাবধান হইয়া পালিহ পিতৃরাজ্য॥
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

কৃত্তিবাস

নিজের ও সাধারণের

চন্দ্র কহে,—বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে, তাহা আছে মোর গায়ে।

—* ১২ *—

উপমন্যুর উপাখ্যান

অবন্তীনগরে দ্বিজ ছিল একজন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥
এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ॥
কতদিনে বলে গুরু কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর॥
কিবা খাও কোথা পাও কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড় পাণি॥
গাভীগণ-দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন॥
গুরু বলে, এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল॥
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ।
গাভী দুহি খাও তুমি নাহি ভয় লাজ॥
গুরু আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কতদিনে পুন বিপ্র কহিল ডাকিয়া॥
উচিত কহিতে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্টপুষ্ট॥
গাভী-দুগ্ধ পুন বুঝি তুমি কর পান।
শিষ্য বলে, গোসাঞি করহ অবধান॥

যেই দিন হৈতে তুমি করিলা বারণ।
ভিক্ষা করে নিত্য করি উদর পূরণ॥
গুরু বলে, ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দিও মোরে॥
এত শুনি গাভী লয়ে গেল দ্বিজবর।
পুন জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর॥
কহ শিষ্য বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া আছ এবে কহিবা আমায়॥
শিষ্য বলে, গাভী রাখি অরণ্য ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর॥
দিবসেতে যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে॥
হাসিয়া বলিল গুরু, এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার॥
রাত্রিদিবা যত পাও আনি দিবা মোরে।
এত শুনি গাভী লয়ে গেল বন ঘোরে॥
ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ॥
বড়ই দুর্ব্বল হইল শীর্ণ হইল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায়॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপ মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ॥

সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল যত গোধনের পাল॥
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর॥
কোথা গেলে উপমন্যু ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে, আমি কূপের ভিতর॥
গুরু বলে, কূপ-মধ্যে পড়িলা কিমতে।
উপমন্যু বলে, চক্ষে না পাই দেখিতে॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল॥
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর তাঁদের স্মরণ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
তত্ক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ॥
চারি বেদ যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ আহ্লাদিত মনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে॥

কাশীরাম দাস

—* ১৩ *—

পাণ্ডবদের বনগমন

নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে শিশুগণ পিছু।
ক্রন্দনের শব্দ বিনা নাহি শুনি কিছু॥
নগরেতে মহাশব্দ-ক্রন্দনের রোল।
প্রলয় কালেতে যেন সাগর কল্লোল॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন মন্ত্রিচূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব কারণ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন॥
ক্ষত্তা বলে, যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে।
সবিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজল অর্জ্জুনের বহে নিরন্তর॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
মুকুলিত কেশভার কান্দিতে কান্দিতে॥

ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন॥
বিদুর বলেন, রাজা কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ॥
এমত করিল তবু নহে বিচলিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে॥
ভীম বলে মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর সকলের শ্রেষ্ঠ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেইমত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার॥
প্রত্যক্ষ ভবিষ্য ভূত সহদেব জানে।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে॥
এইমত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সে হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এই মত কান্দিবেক শত্রু নারীগণ॥

কুশহস্ত হয়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিয়া কুরুশ্রাদ্ধের কারণ॥
নগরের লোক সব করিছে রোদন।
আমা-সবাকার প্রভু যাইতেছে বন॥
সঘনে কম্পিত ভূমি দেখ নৃপমণি।
বিনা মেঘে সঘনে শুনি যে ঘোর ধ্বনি॥
অপূর্ব্ব প্রসন্ন হইল দেব দিবাকর।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরন্তর॥
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল প্রাচীর।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা কম্পি উঠয়ে শরীর॥
এ সকল চিহ্ন রাজা কৌরব বিনাশে।
কেবল হইল জেনো তব কর্ম্মদোষে॥

কাশীরাম দাস

—* ১৪ *—

দ্রৌপদীযুধিষ্ঠিরসংবাদ

দ্বৈতবন-মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল-মূলাহার জটা-বাকল-ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির-পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাসে।

এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিল মাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এগতি কেন হল নরপতি।
সহনে না যায় মোর সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তূরি চন্দনেতে লেপিত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বীর সহিত থাক তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁট মুখে সদা থাকে ভীম মহাবল॥
ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুখ।
সহনে না যায় মম ফাটিতেছে বুক॥

ভীমসম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥
সকল ত্যজিল রাজা তোমার কারণ।
কিমতে এ সব দুঃখ দেখহ রাজন্ ॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
মলিন বদনে বসি থাকয়ে ধেয়ানে।
ইহা দেখি রাজা তাপ নাহি তব মনে ॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি তব রাজা নাহি জন্মে দুখ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ আমি তব রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মায়।
ক্রোধ নাহি তব মনে জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হয়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
কহিতে লাগিল তবে ধর্ম্ম-শাস্ত্র নীতি ॥
ক্রোধসম পাপ দেবি নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥

লঘু-গুরু-জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ-কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হলে বলে॥
থাকুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী।
ক্রোধবশে আত্মহত্যা করে নরনারী॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্ব্বজন পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধ বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সে হেতু দ্রৌপদী সদা ত্যজ ক্রোধমন।
শত অশ্বমেধফল অক্রোধী যে জন॥

কাশীরাম দাস

দুঃখ বিনা সুখ হয় না

কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ?
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে,
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

—* ১৫ *—

সীতাহরণে রামের বিলাপ

হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে।
পথে অমঙ্গল যত দেখেন গোচরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে।
তোলাপাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর।
লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন।
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি।
ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী।
শূন্যঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি॥
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই।
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই॥
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বারে।
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বারে বারে॥
শূন্যঘর দেখেন না দেখেন জানকী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী॥
শ্রীরাম বলেন ভাই একি চমৎকার।
সীতা না দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর॥

তখনি বলিনু ভাই সীতা নাই ঘরে।
শূন্যঘর পাইয়া হরিল কোন চোরে॥
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল।
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল॥
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর।
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর॥
গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন।
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ॥
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ।
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ॥
এইরূপে একস্থানে যান শতবার।
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার॥
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী॥
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ।
নানা মতে কহে সবে প্রবোধ বচন॥
শোকেতে অধীর শান্ত না হন শ্রীরাম।
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম॥
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে।
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে॥
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥

কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথা।
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়॥
গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ॥
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
একা সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী তুমি পুণ্যস্থান।
তাই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলাহে আমারে।
গুণময়ী প্রিয়া মম দিলে তুমি কারে॥

শুন পশু মৃগ পক্ষি শুন বৃক্ষলতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥

কৃত্তিবাস

— ১৬ —

লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ

রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর।
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর॥
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যা-নগরী।
মৈল পিতা দশরথ রাজ্য-অধিকারী॥
জনক-নন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী।
দিনে দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি॥
হারালাম প্রাণপ্রিয় অনুজ লক্ষ্মণ।
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন॥
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মা'র প্রাণের নন্দন।
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন॥
এনেছি সুমিত্রা মা'র অঞ্চলের নিধি।
আসিয়ে সাগর পারে কাল হৈল বিধি॥
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরন্তর।
কেন রে নিষ্ঠুর হ'লে না দেহ উত্তর॥

সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে।
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে ॥
আমার লাগিয়ে ভাই কর প্রাণ রক্ষা।
তোমা বিনা বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥
রাজ্যধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে।
সাগরে ত্যজিব প্রাণ তোমার শোকেতে ॥
উদয়াস্ত যতদূর পৃথিবী সঞ্চার।
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
কেন বা আমার সঙ্গে এলে বনবাস ॥
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ।
তুমি যে লক্ষ্মণ মম প্রাণের সমান ॥
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিয়া ডালি।
তোমা ব'ধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥
কেন বা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ।
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন্ জন ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহা হইতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥
এমন লক্ষ্মণ মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥
পিতৃসত্য পালিতে আইনু বনবাস।
বিধি বাদী হৈল এই তাহে সর্ব্বনাশ ॥



হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

...লীন প্রেস, কলিকাতা।

অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ।
না কান্দ না কান্দ রাম পাইবে লক্ষ্মণ॥
ভাই ভাই বলে রাম ছাড়েন নিশ্বাস।
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস॥

কৃত্তিবাস

—* ১৭ *—

লজ্জাবতী লতা

ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে একধারে আছে স'রে,
ছুঁয়োনা উহার দেহ রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর চেয়ে দেখ চারিধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা।
আহা, ওইখানে থাক্, দিওনা'ক ব্যথা!
ছুঁইলে নখের কোণে বিষম বাজিবে প্রাণে
যেওনা উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, উটি লজ্জাবতী লতা!
লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা নহে তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর!

যায় না কাহারো পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গাল্পীর বেশে একা নিরন্তর—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর !
নিশ্বাস লাগিলে গায়ে অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর !—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর ?
হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন ;
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত-প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন ?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর;
বিরলে মধুরভাষী মানস-রঞ্জন ;
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন !
ছুঁয়োনা উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানস-রঞ্জন।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—*১৮*—

জলে ফুল

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি !
বসিয়া পল্লবাসনে   ফুটেছিলে কোন্ বনে !
নাচিতে পবন সনে, কোন্ বৃক্ষোপরে ?
কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী ?

কে আনিল তোরে ফুল, তরঙ্গিণী-তীরে ?
কাহার কুলের বালা,   আনিয়া ফুলের ডালা
ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে ?
ফুল হতে ফুল খসি, জলে ভাসে ধীরে !

ভাসিছে সলিলে যেন, আকাশের তারা।
কিংবা কাদম্বিনী গায়,   যেন বিহঙ্গিনী প্রায়
কিংবা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারা ;
কোথায় চলেছে ধরি তরঙ্গিণীধারা ?

একাকিনী ভাসি যায়, কোথায় অবলে !
তরঙ্গের রাশি রাশি,   হাসিয়া বিকট হাসি
তাড়াতাড়ি করি তোরে খেলে কুতূহলে ?
কে ভাসাল তোরে ফুল কাল নদীজলে ?

কে ভাসাল তোরে ফুল কে ভাসাল মোরে ?
কালস্রোতে তোর'(ই) মত, ভাসি আমি অবিরত
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে। ২০

শাখার মঞ্জরী আমি তোরই মত ফুল।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে
আশার আবর্ত্ত বেড়ে, নাহি পাই কূল।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল। ২৪

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে।
কেহ না ধরিবে তোরে কেহ না ধরিবে মোরে,
আনন্দ সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে।
চল যাই দুই জনে অনন্ত উদ্দেশে ॥ ২৮

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাগাড়ম্বর

যেরূপ করিবে কাজ কার্য্যেতে দেখাও
বৃথা গর্ব্বে কেন তাহা কহিয়া বেড়াও ?
না পার করিতে যদি কর যাহা গান,
কোথায় পাইবে লজ্জা রাখিবার স্থান ?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

১৯

আশীর্ব্বাদ

ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ,
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

ছোট ছোট হাসিমুখ জানে না ধরার দুখ,
হেসে আসে তোমাদের দ্বারে।
নবীন নয়ন তুলি কৌতুকেতে দুলি দুলি
চেয়ে চেয়ে দেখে চারিধারে।

সোনার রবির আলো কত তার লাগে ভালো
ভাল লাগে মায়ের বদন।
হেথায় এসেছে ভুলি, ধূলিরে জানে না ধূলি,
সবই তার আপনার ধন।

কোলে তুলে লও এরে এ যেন কেঁদে না ফেরে
হরষেতে না ঘটে বিষাদ,
বুকের মাঝারে নিয়ে পরিপূর্ণ প্রাণ দিয়ে
ইহাদের কর আশীর্ব্বাদ।

নতুন প্রবাসে এসে   সহস্র পথের দেশে
নীরবে চাহিছে চারিভিতে,
এত শত লোক আছে   এসেছে তোমারি কাছে
সংসারের পথ শুধাইতে।

যেথা তুমি লয়ে যাবে   কথাটি না কয়ে যাবে,
সাথে যাবে ছায়ার মতন,
তাই বলি—দেখো দেখো   এ বিশ্বাস রেখো রেখো
পাথারে দিওনা বিসর্জ্জন !

ক্ষুদ্র এ মাথার 'পর   রাখ গো করুণ-কর,
ইহারে করোনা অবহেলা।
এ ঘোর সংসার মাঝে   এসেছে কঠিন কাজে
আসেনি করিতে শুধু খেলা !

দেখে মুখশতদল   চোখে মোর আসে জল
মনে হয় বাঁচিবে না বুঝি,
পাছে, সুকুমার প্রাণ   ছিঁড়ে হয় খান্ খান্
জীবনের পারাবারে যুঝি।

এই হাসিমুখগুলি   হাসি পাছে যায় ভুলি
পাছে ঘেরে আঁধার প্রমাদ !
ইহাদের কাছে ডেকে   বুকে রেখে, কোলে রেখে
তোমরা কর গো আশীর্ব্বাদ।

বল, "সুখে যাও চলে ভবের তরঙ্গ দলে,
স্বর্গ হতে আসুক্ বাতাস,—
সুখদুঃখ কোরো হেলা সে কেবল ঢেউ-খেলা
নাচিবে তোদের চারিপাশ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

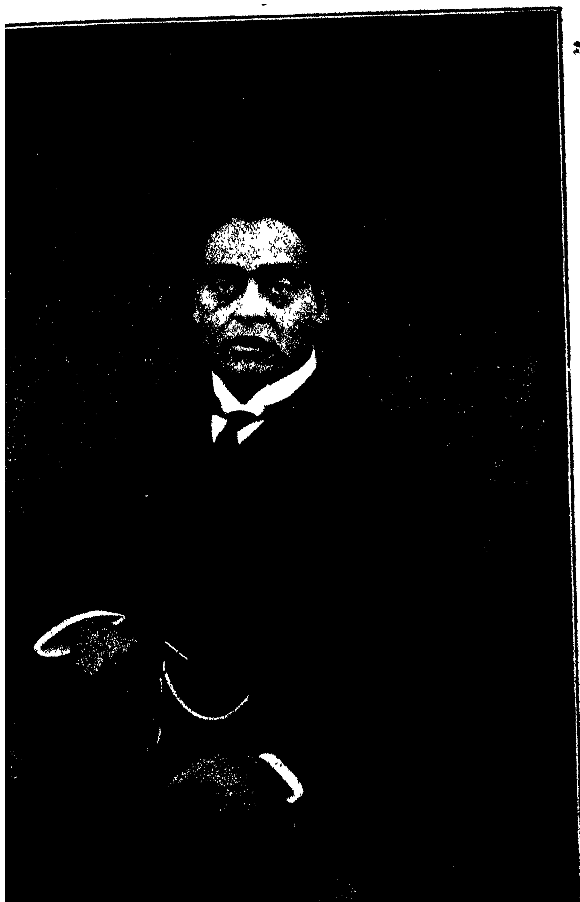
—* ২০ *—

কোকিল

এস তুমি বসন্তের সখা,
বসন্তের প্রিয় সহচর।
হৃদয়ের বিষাদের রেখা
মুছে দাও ধরণী উপর।
ফুলে ফুলে ছেয়েছে কানন
শাখে শাখে ফুটি অগণন
বায়ু পরে সুগন্ধ ছড়ায়।
এস! ওই তীব্র মধু স্বরে
প্রতিধ্বনি জাগাও মধুরে
যাহে হৃদি দুঃখ ভুলি' যায়।

এস ! ওই কুহু কুহু গানে
করি’ দাও প্লাবিত প্রান্তর ;
তেয়াগিয়া ধরার পরাণে,
গীতস্বর প্লাবিবে অম্বর ।
ধরণীর শোক, দুঃখ, ভয়
শ্রান্ত হৃদি যাইবে ভুলিয়া ;
কত শ্রান্ত ধরার হৃদয়
প্রেমালোকে উঠিবে ফুটিয়া ।
বহি যায় দখিণে বাতাস
নীলাকাশ সৌন্দর্য্য প্রকাশ
(আপনাতে আপনি মগন) ।
সেই উচ্চ জগতের মত
ছুটাও এ ধরা পরে যত
আনন্দের লহরী মোহন ।
ওই তীব্র সুমধুর স্বরে
ভুলে’ যাই জগতের সব,
শুধু রবে শ্রবণ বিবরে
ওই তব প্রাণকাড়া রব !

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ



বরদাচরণ মিত্র

প্রেস, কলিকাতা।

—* ২১ *—

আলোক

সুন্দর আলোক ! জীবন-বিধাতা !
আঁধারের শিশু তুমি,
জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
সকল মরত-ভূমি ।
অসীমের কোলে সসীম যেমন,
নীরবতা-কোলে গান,
বিশালের কোলে সুষমা যেমন,
মরণের কোলে প্রাণ,
হিমাদ্রি গহ্বরে ওষধি যেমন,
সমুদ্রে লহরী-ভঙ্গ,
অন্ধকার-কোলে তুমিও তেমতি,—
ভীষণে চারুতা রঙ্গ ।

স্তব্ধ আঁধার, অনন্ত, গভীর,
ছিল শুধু সেই দিন,
জননীর গর্ভে শিশুর মতন,
ছিল তার মাঝে লীন ;—
ছিলে তুমি, ছিল সোদর তোমার
শব্দ যে নাম ধরে,

একই জঠরে যমজের মত
বেড়ি গলে পরস্পরে।
সৃষ্টি মূল মন্ত্রে গভীর স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,
বিশ্ব বিলোড়ন মাঝেতে যখন
এক বহু হতে চায়,
জনমি ওঁকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বজ্রনাদে ছুটে,
অযুত বিদ্যুৎ স্ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক ফুটে।
বীজ অনুগণে আছিল যতেক
লয় নিমীলিত প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ধরিয়ে ত্রিদিব তান,
আকার বিহীন ধরিতে আকার,
গঠন, গঠন হীন,
অগণন রূপে হইতে প্রকাশ
যা ছিল একেতে লীন;—
টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে সুষমা
অসীমের কলেবরে,
মরণ হইতে লভিতে জনম
পরাণ-প্রয়াস করে।

তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,
কি মহিমা, বলিহারি ;—
জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,
অমৃত কুণ্ডের বারি।

বরদাচরণ মিত্র

—* ২২ *—

অন্ধকার

অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার !
গ্রাসি ধরণী, গ্রাসি গগন,—
তিমির-গহ্বর ব্যাদন যেমন
রক্তবীজ-বধে কালিকার ;
ঘোর অন্ধকার !—

অনন্তের মূর্ত্তি, কৃতান্তের ছায়া,
অনাদি পরম কারণের কায়া,
অসীমে সসীমে একাকার !
জগৎ চরাচর যে দিন না ছিল,
ব্যোম উপরে মহাব্যোম বিথার,
স্তব্ধ প্রকৃতি সনে অনাদি পুরুষ
বিশ্ব-সৃজন তরে করিল বিহার,—

না ছিল শব্দ, স্পর্শও না ছিল,
রূপ নাহিক ছিল অভিন্নতায়,
নিরম্বু শূন্যে রস নাহি সম্ভবে,
অক্ষিতি-মধ্যে গন্ধ কোথায় ?—
কেবল সে ছিল অন্ধকার !
প্রকৃতির যেন এই বিশ্ব-প্রসব-তরে
দিগন্ত ব্যাপিয়া গর্ভের প্রায় !
আবার সে হবে অন্ধকার !
শম্ভু-নিনাদিত প্রলয়-বিষাণে
শব্দ-তরঙ্গিত ক্ষুব্ধ আকাশ ;
বিচ্যুত-কক্ষ গ্রহগণ খসিয়ে,—
চূর্ণ-বিচূর্ণিত লুপ্ত-বিভাস,—
অনন্ত শূন্যে যে দিন মিশিবে ;
লুকাবে যে দিন দেশ ও কাল
ব্রহ্ম সুষুপ্তির নিশ্বাস-মাঝে,—
সে দিন ফিরিবে তিমির করাল !
এখন ত নাহি অন্ধকার ;—
ক্ষুদ্র, বৃহৎ বা, সসীম সকলি,
ব্যক্ত নয়নপথে ধরিয়ে আকার,—
অমানিশা কোলে তারকা হাসে,
গভীর ঘনগলে বিদ্যুৎ-হার !
কোথা অন্ধকার !

এসো অন্ধকার।

বিনাশি সীমা' প্রসার হৃদয়,
নিবার ভিন্নতা, ক্ষুদ্রতা আর,-
অনন্ত অব্যয় আলোক তুমি যে,
অভেদ-কারণে দৃষ্টির পার!

বরদাচরণ মিত্র

—* ২৩ *—

সমুদ্র-ফেনার প্রতি

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা পরাণ পাগল-করা—
ঘর ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা;
তোরি সাথে ভেসে ভেসে, যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথা আছে অখিল শেষে সকল শ্রান্তিহরা। ৪

শঙ্খধবল শ্বেতশতদল—নীল সাগরের ফুল—
আজনমের সকল জানা করিয়ে দে মোর ভুল;
কেটে দিয়ে বাঁধন যত, করে' নে আজ তোরি মত,
সৃষ্টিছাড়া মুক্তিব্রত—নাহিক শাখামূল। ৮

আমি হব যাত্রী তোমার, তুমি আমার তরি—
ভাব্ব না আর নিজের লাগি—বাঁচি কিংবা মরি;
কর্ব না আর আগে পিছে, চাইবনাক উপর নীচে,
নিখিল ত্যজে আজকে তোমায় লব বরণ করি। ১২

রাত্রি দিবা দুলব দুজন তরঙ্গ-দোলাতে—
ঊর্ম্মিশিরে ঘূর্ণিনাচন ঘূর্ণাপাকের সাথে ;
ঝঞ্জা যখন গর্জ্জি আসি,' মার্‌বে ঠেলা অট্টহাসি,
চূর্ণ হয়ে' পড়ব খসি' সহস্র কণাতে।

সিন্ধু-শকুন পাখার হাওয়া দিবে মোদের গায়ে,
উড়ো মাছের অভ্র-পালক পড়বে খসি' পায়ে ;
সূর্য্যালোকের স্বর্ণরেণু, রচ্‌বে আসি ইন্দ্রধনু,
অহর্নিশি নিশ্বসিবে লবণ-বহা বায়ে।

নীলাম্বুধির অন্তবিহীন শয্যা পাতা নীচে,
ঊর্দ্ধে অসীম শূন্য আকাশ নিঃশব্দে কাঁপিছে ;
ডানে বামে দিকের রেখা, কূলের কোথা নাইক দেখা,
লক্ষযোজন পুরোভাগে লক্ষযোজন পিছে।

মুক্তা মাণিক সঙ্গী শুধু বিজন প্রতিবাসী,
শঙ্খ শামুক ভৃত্য সেবার, ঝিনুক কড়ি দাসী ;
পাতালতলে যে নাগবালা, ঘুমায়, গলায় পলার মালা—
সুপ্ত তাহার শান্ত মুখে তোরি শুভ্র হাসি।

মৃত্যু যে দিন বল্‌বে ডেকে—'কে ঘুমাবি আয়,
পুরুভুজের মঞ্চ 'পরে স্পঞ্জ-বিছানায়,—
সে দিন সকল যাত্রাশেষে, হাতটি দিব বাড়িয়ে হেসে,
আস্‌বে মুদে' আঁখির পাতা সহজ সান্ত্বনায়।

সমুদ্দুরের সাদা ফেনা, শীতল শান্তি ভরা—
সব ছেড়ে আজ তোরি হাতে দিলাম আমি ধরা ;
তোরি সঙ্গে ভেসে ভেসে যাব রে সেই অচিন দেশে,
যেথা আছে নিখিল শেষে সকল শ্রান্তিহরা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

—* ২৪ *—

স্বদেশ আমার

স্বদেশ আমার ! নাহি করি দরশন
তোমা সম রম্যভূমি নয়ন-রঞ্জন।
তোমার হরিত ক্ষেত্র, আনন্দে ভাসায় নেত্র,
তটিনীর মধুরিমা তোষে প্রাণ মন।
প্রভাতে অরুণ-ছটা, সায়াহ্ন-অম্বরে
সুরঞ্জিত মেঘমালা ক্লান্ত রবিকরে,
নিশীথে সুধাংশুহাস, তারা-মাখা নীলাকাশ,
কে ভুলিবে, কে ভুলিবে থাকিতে জীবন !

কোথায় প্রকৃতি এত খুলিয়ে ভাণ্ডার
বিতরেন মুক্ত করে শোভারাশি তাঁর ?
প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি বনে, প্রতি কুঞ্জ উপবনে,
ঢেলেছেন যত শোভা, কোথায় তেমন ?

বাসন্ত কুসুমরাজি সুরভি শোভন
চুম্বি কোথা এত স্নিগ্ধ বহে সমীরণ ?
তরু লতা তব সম, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম;
পাইব না, পাইব না, খুঁজিয়া ভুবন !

ভুবনে কোথায় আছে হেন ধরাধর—
দেব-আত্মা হিমালয় সু-উচ্চ-শিখর ?
কোথায় পবিত্রতম প্রবাহ জাহ্নবী সম ?
ধরণীতে স্বর্গছবি কাশ্মীর সমান
শোভার আধার আর আছে কোন্ স্থান ?
কোথাকার দৃশ্যাবলী সুচারু এমন ?
যথায় যাইব আমি, তোমারে জনমভূমি,
ভুলিব না, ভুলিব না, জীবনে কখন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কাব্য-কলিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

—* ১ *—

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন

জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিভুগানে মাতোয়ারা, জগৎ আনন্দে ভরা,
সাজিয়াছে বসুন্ধরা পরিয়া ভূষণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

কাননে কুসুম ফুটে, আনন্দে পবন ছুটে,
পরিমল মাখি গায় করয়ে ভ্রমণ
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।
বিহঙ্গ প্রফুল্ল প্রাণ, সুখে করে বিভুগান,
সুমধুর কণ্ঠ স্বরে পূরিয়া কানন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে, অমর-কণ্ঠের স্বরে,
বেণু বীণা জিনি রব বাদ্যের নিক্কণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

সকল ব্রহ্মাণ্ডময়, জয় বিভু শব্দ হয়,
প্রেমময় বিভুগানে মত্ত ত্রিভুবন,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

জয় জগতের ভূপ, জয় হে অনাদিরূপ,
জয় পরমেশ জয়, অচিন্ত্য পুরুষ জয়,
জয় কৃপাময় জয় জগৎ জীবন।

ঈশ, হরি, জগদীশ গাওরে বদন,
অনাদি অনন্ত রূপ জয় নারায়ণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন।

জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ড-তারণ,
জয় জগদীশ জয় বলরে বদন!

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—* ২

মা

তবু ভরিল না চিত্ত! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে;
হেরিনু বিন্ধ্য-বাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;

করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে ;
"জয় বিশ্বেশ্বর" বলি ভৈরবে বেড়িয়া,
করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা-শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
গীত-গোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ মালা।
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব্ব-তীর্থ-সার,
তাই মা তোমার পাশে, এসেছি আবার।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মাতা

সুকোমল অঙ্কে নিয়া,
অঙ্গে কর বুলাইয়া,
পিয়াইয়া পুনঃ হৃদি-পিযূষ-ধারায়,
মমতায় বিমোহিয়া
স্নেহ-বাক্যে ভুলাইয়া,
হে জননি কর পুনঃ বালক আমায় !
তব অঙ্ক পরিহরি,
সংসারে প্রবেশ করি,
সদা মত্ত থেকে মাগো বিষয়ের রঙ্গে !

তুমি গড়ে ছিলে যাহা,
আর আমি নাই তাহা,
তব প্রেম-স্বর্গ-কথা কিছু নাই মনে !
কেমনে বর্ণিব তায় স্মৃতির বিহনে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

—* ৩ *—

পলাশির যুদ্ধ

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।

নাচিল সৈনিক-রক্ত ধমনীভিতরে,
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

নিনাদে সমর-রঙ্গে নবাবের ঢোল,
ভীম রবে দিগঙ্গনে,
কাঁপাইয়া ঘনে ঘনে
উঠিল অম্বর-পথে করি ঘোর রোল।



নবীনচন্দ্র সেন

লীন প্রেস, কলিকাতা।

ভীষণ মিশ্রিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
কৃষক লাঙ্গল করে,
দ্বিজ কোষাকুষি ধ'রে
দাঁড়াইল, বজ্রাহত-পথিক যেমন।

অর্দ্ধ-নিষ্কোষিত অসি ধরি যোদ্ধৃগণ,
বারেক গগন প্রতি,
বারেক মা বসুমতী
নিরখিল, যেন এই জন্মের মতন।

ভাগীরথী-উপাসক আর্য্যসুতগণ,
ভক্তিভরে কিছুক্ষণ,
করি গঙ্গা দরশন,
'গঙ্গামাই' ব'লে সবে ডাকিল তখন।

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল,
বন্দুক সদর্পভরে,
তুলি নিল অংসোপরে;
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'লো রণস্থল!—

বেগবতী স্রোতস্বতী ভৈরব গর্জ্জনে,
সলিল সঞ্চয় করি,
ধায় ভীম বেগ ধরি,
প্রতিকূল শৈল প্রতি তাড়িত-গমনে,

অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র, কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন,
দলি গুল্ম-লতাবন,
তীরবৎ ছুটে বেগে মৃগ আক্রমণে।

তেমতি নবাব-সৈন্য বীর অনুপম,
আম্রবন লক্ষ্য করি,
একস্রোতে অস্ত্র ধরি,
ছুটিল সকলে যেন কালান্তক যম।

অকস্মাৎ একবারে শতেক কার্মান,
করিল অনলবৃষ্টি,
ভীষণ সংহার-দৃষ্টি !
কত শ্বেত যোদ্ধা তাহে হ'ল তিরোধান।

অস্ত্রাঘাতে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দূলের প্রায়,

করি রশ্মি আকর্ষণ,
আসিল তুরঙ্গোপরে রক্ষিতে সেনায়।

"সম্মুখে—সম্মুখে !"—বলি সরোষে গর্জ্জিয়া,
করে অসি তীক্ষ্ণ-ধার ;
ব্রিটিশের পুনর্ব্বার,
নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্য উঠিল জ্বলিয়া।

ইংরাজের বজ্রনাদী কামান সকল,
গম্ভীর গর্জ্জন করি,
নাশিতে সম্মুখ অরি,
মুহূর্ত্তেকে উগরিল কালান্ত-অনল।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি,
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে,
চাহিল আকাশ পানে,
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।

পাখিগণ সশঙ্কিত করি কলরব,
পশিল কুলায়ে ডরে;
গাভীগণ ছুটে রড়ে
বেগে গৃহদ্বারে গিয়ে হাঁফাল নীরব।

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন;
উগারিল ধূমরাশি,
আঁধারিল দশ দিশি!
বাজিল ব্রিটিশ বাদ্য জলদ-নিস্বন।

আবার, আবার সেই কামান-গর্জ্জন;
কাঁপাইয়া ধরাতল,
বিদারিয়া রণস্থল,
উঠিল যে ভীম রব ফাটিল গগন।

সেই ভীম রবে মাতি ক্লাইবের সেনা,
ধূমে আবরিত দেহ,
কেহ অশ্বে, পদে কেহ,
গেল শত্রু মাঝে, অস্ত্রে বাজিল ঝঞ্ঝনা।

খেলিছে বিদ্যুৎ একি ধাঁধিয়া নয়ন!
শতে শতে তরবার
ঘুরিতেছে অনিবার,
রবিকরে প্রতিবিম্ব করি প্রদর্শন।

নবীনচন্দ্র সেন

—* ৪ *—

কাঙালিনী

আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
কাণে তাই পশিতেছে আসি;
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
দুরাশার সুখের স্বপন;

চারিদিকে প্রভাতের আলো
নয়নে লেগেছে বড় ভালো,
আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক-তপন !
কত কে, যে, আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশভূষা
ঝলসিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন !
হেরি তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।
শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে ;
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে !
তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা।
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে

বলে,—"মাগো এ কেমন ধারা !
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন !"
ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই !
স্নেহ ক'রে আমার জননী
পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন !"
আপনার ভাই নাই ব'লে
ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ ?
আর কারো জননী আসিয়া
ওরে কিরে করিবে না স্নেহ !
ও কি সুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,

শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে !
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি,
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায় ;
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখে বিষাদে বিরস—
তবে মিছে সহকার-শাখা,
তবে মিছে মঙ্গল-কলস !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

—* ৫ *—

আশাকানন

বঙ্গে সুবিখ্যাত দামোদর নদ,
ক্ষীরসম স্বাদু নীর,
বৃক্ষ নানা জাতি বিবিধ লতায়
সুশোভিত উভ তীর ;
বিন্ধ্যগিরি-শিরে জনমি যে নদ
দেশ দেশান্তরে চলে ;
সিকতা-সজ্জিত সুন্দর সৈকত
সুধৌত নির্ম্মল জলে ;

পবিত্র করিলা যে নদের কূল
সুকবি কঙ্কণ কবি
ফুটায়ে কবিতা কুসুম মধুর
বাণীর প্রসাদ লভি ;
যে নদ নিকটে রসবিহ্বলিত
ভারত অমৃতভাষী
জনমি সুক্ষণে বাঁশীতে উন্মত্ত
করেছে গউড়বাসী ।
সেই দামোদর তীরে এক দিন
অরুণ-উদয়ে উঠি,
দেখি শূন্যমার্গে ধরণী-শরীরে
কিরণ পড়িছে ফুটি ;
গগন-ললাটে চূর্ণ-কায় মেঘ
স্তরে স্তরে স্তরে ফুটে,
কিরণ মাখিয়া পবনে উড়িয়া
দিগন্তে বেড়ায় ছুটে ।
পড়ে সূর্য্যরশ্মি দামোদর-জলে
আলো করি দুই কূল ;
পড়ে তরু-শিরে তৃণ-লতা-দলে
রঞ্জিয়া প্রভাতি ফুল ।
হেরি চারু শোভা ভ্রমি ধীরে তীরে
পরশি মৃদু পবন,

সংসার-যাতনে হৃদয় পীড়িত
চিন্তায় আকুল মন ;
ভ্রমি কত বার কত ভাবি মনে,
শেষে শ্রান্তি অভিভূত
বসি চক্ষু মুদি কোন বৃক্ষতলে
ক্রমে তন্দ্রা আবির্ভূত।
ক্রমে নিদ্রাঘোরে অবসন্ন তনু,
পরাণী আচ্ছন্ন হয়,
স্বপন-প্রমাদে সংসার-ভাবনা
পাশরিনু সমুদায়।
ভাবি যেন কোন নবীন প্রদেশে
ক্রমশঃ কতই যাই ;
আসি কত দূর ছাড়ি কত দেশ
কানন দেখিতে পাই ;
অতি মনোহর কানন রুচির
যেন সে গগন-কোলে
কিরণে সজ্জিত ঈষৎ চঞ্চল
পবনে হেলিয়া দোলে,
বরণ হরিত বিটপে ভূষিত
সরল সুন্দর দেহ,
বৃক্ষ সারি সারি সাজায়ে তাহাতে
রোপিলা যেন বা কেহ।

শোভে বন মাঝে বিচিত্র তড়াগ
প্রসারি বিপুল কায় ;
মেঘের সদৃশ সলিল তাহাতে
দুলিছে মৃদুল বায়।
বারি শোভা করি কমল কুমুদ
কত সে তড়াগে ভাসে ;
কত জলচর করি কলধ্বনি
নিয়ত খেলে উল্লাসে ;
ভ্রমে রাজহংস সুখে কণ্ঠ তুলি,
মৃণাল উপাড়ি খায় ;
রৌদ্র-সহ মেঘ তড়াগের নীরে
ডুবিয়া প্রকাশ পায় ;
তড়াগ-সলিলে প্রতিবিম্ব ফেলি
কত তরু পরকাশে ;
হেলিয়া হেলিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ভাসে
দুলিয়া দুলিয়া বায়ুর হিল্লোলে
তটেতে সলিল চলে ;
উড়িয়া উড়িয়া সুখে মধুকর
বেড়ায় কমল-দলে ;
শ্যামা দেয় শীস্ বন হৃষ্ট করি
ভ্রমে সে ললিত তান ;

প্রতিধ্বনি তার পূরি চারি দিক্
আনন্দে ছড়ায় গান ;
ঝরে সুমধুর কোকিল-ঝঙ্কার
সকল কাননময়,
মধুবৃষ্টি যেন্ ঘন কুহু রবে,
শ্রুতি বিমোহিত হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

— * ৬ * —

হিমালয়

অসীম নীরদ নয় ;
ও-ই গিরি হিমালয় !
উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগ্‌দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে !
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার !
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার !

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে ;
সম্মুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারে।

কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে ;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিনাক-রাব বাজে না শ্রবণে

ঝটিকা তুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে।

কালের করাল হাসি
দলকে দামিনী রাশি,
কক্কড়্ দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিমগন !

ওই মেরু উপহাসি
অনন্ত বরফ রাশি
যুবন্ তপন করে ঝক্ ঝক্ করে !
উপরে বিচিত্র রেখা,
চারু ইন্দ্রধনু লেখা,
অলকা অমরাবতী রয়েছে ভিতরে—
লুকান লুকান যেন রয়েছে ভিতরে।

ওই কিবে ধবধব
তুঙ্গ তুঙ্গ শৃঙ্গ সব
ঊর্দ্ধমুখে ধেয়ে গেছে ফুঁড়িয়া অম্বর !
দাঁড়াইয়া পাদদেশে
ললিত হরিত বেশে
নধর নিকুঞ্জ-রাজি সাজে থরেথর ।

সানু আলিঙ্গিয়ে করে
শূন্যে যেন বাজি করে
বপ্র-কেলি-কুতূহলে মত্ত করিগণ ;
নবীন নীরদমালা
সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা,
দশন বিজলী-ঝলা বিলসে কেমন !

ওই গণ্ডশৈল-শিরে
গুল্মরাজি চিরে চিরে
বিকশে গৈরিক-ঘটা ছটা রক্তময় !
তৃণ তরু লতা জাল,
অপরূপ লালেলাল ;
মেঘের আড়ালে যেন অরুণ উদয় ।

কাছে কাছে স্থানে স্থানে
নীচ-মুখে উচ-কাণে
চরিয়া বেড়ায় সব চমর চমরী,
সুচিকণ শুভ্র কায়
মাছি পিছলিয়া যায়,
অনিলে চামর চলে চন্দ্রিমা-লহরী।

কিবে ওই মনোহারী
দেবদারু সারি সারি
দেদার চলিয়া গেছে কাতারে কাতার!
দূর দুর আলবালে
কোলাকুলি ডালে ডালে,
পাতার মন্দির গাঁথা মাথায় সবার।

তলে তৃণ লতা পাতা
সবুজ বিছানা পাতা;
ছোট ছোট কুঞ্জবন হেথায় হোথায়।
কেমন পাকম ধরি,
কেকারব করি করি,
ময়ূর ময়ূরী সব নাচিয়া বেড়ায়!

মধ্যমে ফোয়ারা ছোটে,
যেন ধূমকেতু ওঠে,
ফরফর তুপ্‌ড়ি ফোটে, কেটে পড়ে ফুল;
কত রকমের পাখী
কলরবে ডাকি ডাকি
সঙ্গে সঙ্গে ওঠে পড়ে, আহ্লাদে আকুল।

জলধারা ঝরঝর,
সমীরণ সরসর,
চমকি চরন্ত-মৃগ চায় চারি দিকে ;—
চমকি আকাশ-ময়
ফুটে ওঠে কুবলয়,
চমকি বিদ্যুল্লতা মিলায় নিমিখে।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন কানন।
স্বর্গ মনে করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৭

দেবঘর*

শ্যামল সুন্দর ছটা চারু তপোবন,
স্বরগ বাতাস চুমি,
আরামে পড়েছে ঘুমি,
কানন, প্রান্তর, গিরি, পশু পাখিগণ ;
মানবের বুকে বুকে,
কোটি জনমের সুখে,
খুলিয়া যেতেছে যেন সুধা-প্রস্রবণ !
উল্লাসে অবশ হিয়া,
পড়িছে কি ঘুমাইয়া ?—
অনন্ত সুখের স্রোতে ভেসে গেল মন !
নয়নে জাগিছে চারু শ্যাম তপোবন !

এখানে বহে না বুঝি মরতের বা'য় ?—
বুঝি বা মুহূর্ত্ত পরে
ফুল হেথা নাহি ঝরে,
চাঁদিমা ঢাকে না মুখ তামসী নিশায় ?
আসি হেথা রাজাসনে—
(মলয় সমীর-সনে)
বসন্ত, দু'দিনে বুঝি চলে নাহি যায় !

---

* বৈদ্যনাথ তীর্থের অপর নাম 'দেবঘর'।

এইখানে চিরতরে
পাহাড়ের স্তরে স্তরে
উছলে বরষা বুঝি শত ফোয়ারায় ?
ছয় ঋতু এক সনে
ফিরে সদানন্দ-মনে,
অশোক, কদম্বফুল ফোটে গা'য় গা'য় !
ধরার বিষাক্ত বায়ু,
হরে যে জীবের আয়ু,
সে কভু এ দেবভূমি ছুঁইতে না পায়,
এখানে বহে না কভু মরতের বা'য় !

হেথা শোভে "তপোগিরি" দেব-সৌধবৎ,
স্নেহ-কোল প্রসারিত,
জুড়া'তে শ্রান্তের চিত,
গড়িয়াছে বিশ্বকারু শতশৃঙ্গ রথ !
ও বরাঙ্গে মধুমাসে
নব কিশলয় ভাসে,
কনক-কেতন রাঙা !—মাতায় জগৎ !
এ দিকে তুলিয়া কর
"নন্দন" ভূধর-বর,
দেখায় পথিকে ডেকে ত্রিদিবের পথ !

স্তবকে স্তবকে তা'রা
সেজে আছে মেঘ পারা,
বিশাল বিরাট বপু উন্নত মহৎ !—
এ দেশের সবি যেন দেবচিত্রবৎ !
নিরমল শশী তারা জাগিছে আকাশে,
দেব-মন্দিরের মাঝে
শত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্রবীভূত পবিত্রতা—"শিব-গঙ্গা" ভাসে !
বায়ু বহে মন্দ মন্দ,
ফুল চন্দনের গন্ধ,
ধরার মানব যেন উঠিছে কৈলাসে !
কিম্বা শান্তি, পবিত্রতা,
নরে দিতে অমরতা,
ছাড়ি সে অমরাবতী ভবে নেমে আসে !
কোটি কণ্ঠে ডাকে নর—
"বম্ বম্ ! হর হর !"
দিগন্ত প্লাবিত করে একই নিশ্বাসে !
দেখিছে অযুত নেত্রে ফুটিয়া আকাশে !
সসীম মানব-প্রাণে "অসীম" উদয়,
অসীম অনন্ত শক্তি,
অসীম অনন্ত ভক্তি ;
অনন্ত অসীম দেবে পূরিত হৃদয় !

খুলি হৃদি, খুলি মন,
আয়! ডাকি, ভাই বোন!
"জয় অনাথের নাথ—বৈদ্যনাথ জয়!"

মুছি অশ্রু-মাখা আঁখি
প্রাণভয়ে সবে ডাকি,
কোমল দুর্ব্বল কণ্ঠ তাহে নাহি ভয়!
শিশুর করুণ ভাষে
স্নেহে মা ছুটিয়া আসে,
এক ফোঁটা অশ্রু পড়ি ভিজে বিশ্বময়!
অনন্তে দিগন্ত প'র
এ আকুল দীন স্বর
উঠিবে, মিলিবে সেই চরণে আশ্রয়—
আয় ডাকি, ভাই বোন! ডাকিতে কি ভয়?

ধন্য তুমি পুণ্য ভূমি! ধন্য দেবঘর!
ধন্য তুমি মহাতীর্থ!
তোমার বাতাসে চিত্ত
মন্দাকিনী-স্নাত যথা পূত কলেবর!
ভূধর নির্ঝর তব
অতুল সুন্দর সব,
প্রকৃতির লীলাকুঞ্জ এ নব প্রান্তর!

নগর কি রাজালয়,
এ মাধুরী কোথা নয়,
(কার এ উদার প্রাণ সরল সুন্দর ?)
সেথা প্রয়োজনে কাজে
বেহাগ ভৈরবী বাজে !
সেথা বাঁশী অর্থদাসী, সদা স্বার্থপর !
তুমি মা ! আনন্দ-ধাম,
বুকে ভরা শিব-নাম,
সাধক-হৃদয় তুমি দেবতার ঘর !
জনতায় পরিহরি,
তাপসীর বেশে মরি !
লুকি' আছ শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রম ভিতর !
দেবী তুমি নিরুপমা,
মায়ের অঞ্চল-সমা,
স্নেহ-মমতার গঙ্গা, সুখের নির্ঝর !
হেন মনে সাধ করি,
এ সৌন্দর্য্যে ডুবে মরি,
এক পলে হ'য়ে যা'ক কোটি জন্মান্তর,
ধন্য তুমি পুণ্যভূমি ! ধন্য দেবঘর !

মানকুমারী বসু

—* ৮ *—

কাশী-দৃশ্য

ওই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিল রাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে!

শোভিছে সলিল কোলে সারি সারি সাজিয়া,
শত-সৌধ-চূড়া-মালা
কপালে কিরণ ঢালা,
স্তম্ভ'পরে স্তম্ভবর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া!

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারি-দর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ, অর্দ্ধনীরে প্রসারি।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের শ্রেণী চলে,
ঊর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলতলে সরীসৃপ-বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীনের আকাশে,
কলরবে কলকল
করে জাহ্নবীর জল ;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত !
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে,
পথে, মাঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারীনর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

ওই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা"
শূন্য ভেদি কাছে তার
ওই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া মস্‌জিদ্ ওই, আলম্‌গীর-পাহারা।

ওই দিল্লীশ্বর-ছায়া-তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা-ঘাট,
এই পাহাড়ের পাট,
শত-চূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী !

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া
মানসিংহ-রাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্বস্থান ;

রূপ দেহেতে উহার,
গ্রহাদি-নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,
গ্রহণ-অয়ন-চক্র,
পূর্ণ, খণ্ড, রেখা, বক্র,
ভারতের "গ্রীন উইচ্" ওই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণ-মণ্ডিত চূড়া——দেউলের পরশে !

কাশী-মধ্যস্থলে ওই সুবর্ণ দেউটি—
ওই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম ;
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
ওই মন্দিরেতে লেখা ;
অনন্তকালের কোলে জ্বলে ওই দেউটি !

এদিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে
অৰ্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেন বায়ুস্তর ধরে,
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া বিরাজিছে অন্তরে ;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা—
শূন্য কোলে রেখা মত
তরু-শ্রেণী-সারি যত,
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভা-ধারা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা !

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি,—
যেন সলিলেতে ভাসি,
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে ।

পুরাণের ব্যাস-কাশী ছিল ওই ভুবনে,
ওই চইতের গড়,
বরুজ-গম্বুজ ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাস-মূর্ত্তি চিত্রে আঁকা,
কাশী-রাজ নিকেতন ওই "সিংহ" ভবনে ।

হে দুর্গে, দুর্গতি-হরা, কাশীশ্বর-গৃহিণী—
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য’পরে
এ সুন্দর বাঁরাণসী, ওগো-শিব-মোহিনী ? ৮৪

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্র-বালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ি ! দীন-দুঃখি-পালিকে ! ৮৮

আমি মা ভিখারী এই ভব-রাজ্য-ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে ওই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে ? ৯২
দু’ধারে বরুণা অসি,
ওই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

—* ৯ *—

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই; মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে, পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণামান্তর) এই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি' রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব! বলুন আমারে।

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসী-রেখা; অই হিমাচল
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহ-দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। এই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রয় সেথা, পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ! দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম; মহামুনি ব্যাস,

বসি' সে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অতিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি যুগ যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি।—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত ;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান ;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর-ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন ;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার ?

শিক্ষক। এই বিন্ধ্যাচল বৎস ! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস ; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এদেশে ;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল, মধুর নিনাদে,
"সীতরাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখন' বহেন সেথা। পবিত্র এ দেশ
সীতরাম-পদ-স্পর্শে। কর নমস্কার।

ছাত্র। গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজ দেখান আমারে।

শিক্ষক। ঐ বঙ্গভূমি, বৎস ! হিমাদ্রি আপনি,
মুকুট আকারে হের, শোভে শিরোদেশে ;
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে।

"সুজলা," "সুফলা," "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের ঐ নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিতপাবনী
তরিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ।
কর প্রণিপাত তুমি; বিধাতার কাছে
মাগ' এই বর বৎস! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র দেব! কৃপা করি তবে
দেখান দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস! কি বর্ণিব আমি
বর্ণিলে জীবনকাল না ফুরাবে তবু;
রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল; পাদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি দুহিতা সতী। তট-দেশে তার

আছিল কপিলবাস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,
শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য ! দেখ শিপ্রাকূলে,
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা-ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী ;—বিক্রমের পুরী ;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখন' উঠিছে বৎস ! দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ ;
তেমনি জানিও বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয়। বহু পুণ্যফলে

জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্য পথে
হও বৎস! অগ্রসর। ভারতজননী
করুন মঙ্গল তব, শুভ আশীর্ব্বাদে।

যোগীন্দ্রনাথ বসু

—* ১০ *—

অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফের ফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটনী বলিছে মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে!
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আল্‌তা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তীরে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিল।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিল॥
সেঁউতি লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥

সভয়ে পাটনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলে পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈল অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি, ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোমত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরে চাহে দেখিতে না পায়॥

ভারতচন্দ্র রায়



—* ১১ *—

অন্নদার জরতিবেশ

মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি।
হাত দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলিবিলি।
কোটী কোটী কাণকোটারির কিলিবিলি।
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কানে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থিচর্ম্ম সার॥
শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকটে গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া চুপড়ি লড়ি আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরসমুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুঁতি হাঁটু কান ঢেকে যায়।
কুঁজভরা পিঠদাঁড়া ভূমেতে লুটায়॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥

ভারতচন্দ্র রায়

—* ১২ *—

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর

দ্বিজসভা মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা পাবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি, চাহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন্ প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন,—যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥

যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শল্য, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র যত, লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহু দূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ ইথে॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র, দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা-সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কার্য্যে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥

সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুরজয়ী সেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান॥
কিংবা মনে করিয়াছে দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥

মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু জালে আচ্ছাদিত॥
লয় মনে এই জনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে হেন জনে কি কর্ম্ম অশক্য॥
প্রণাম করেন পার্থ ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রণমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদনন্দিনী॥
ধনু লয়ে পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে—এই দেখহ জলেতে।
চক্র-ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য তার মানিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়িল অর্জ্জুন॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥

বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি ॥
 হাতেতে দধির পাত্র লয়ে পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানি সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল—রহ রহ যাজ্ঞসেনী ॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে দ্বিজজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি ॥
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত এই ক্ষণে দিতে পারি ॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল কে জানে নিশ্চয় ॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি কোথা মৎস্য কেমনে বিন্ধিল ॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ ॥
কেহ বলে বিন্ধিয়াছে কেহ বলে নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ॥
শূন্য হইতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে ॥

কাটি পাড় মৎস্য যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিলা যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যা কথা কহিলে সে কতক্ষণ রবে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।
কত ক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা সত্য সত্য লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি ফেলিব দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয় বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে বিন্ধিব ততবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সভাজন স্থির নেত্রে দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে যতেক ব্রাহ্মণ॥

কাশীরাম দাস

—* ১৩ *—

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যস্মৃতি

জীবনে প্রথম স্মৃতি—প্রভাতে জননী
বাঁধিয়া মস্তকে চূড়া ক্ষুদ্র মনোহর,
সাজায়ে বিচিত্র বাসে ক্ষুদ্র কলেবর,
খাওয়াইয়া সর ননী চুম্বিয়া বদন,
বলিতেন,—'যাও বাছা কর গোচারণ।'
শুনিতাম শিঙ্গাস্বরে শ্রীদাম বলাই,
ডাকিতেছে,—'আয় আয় আয়রে কানাই
দেখিতাম হাম্বারবে ডাকি গাভীগণ
চেয়ে আছে মুখপানে স্থির দু'নয়ন।
পাঁচনি দক্ষিণ করে, বাম করে বেণু,
পৃষ্ঠে শৃঙ্গ যাইতাম চরাইতে ধেনু।
গোপাল, মহিষপাল বিচিত্র বরণ,
অজ মেষ নানাজাতি উড়াইয়া ধূলি
যাইত; ছুটিত বেগে ক্ষুদ্র পুচ্ছ তুলি
বৎসগণ; যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া
পিছে পিছে দুই ভাই বেণু বাজাইয়া।
শত শত শৃঙ্গে বেণু উঠিত বাজিয়া,
শত শত গোপশিশু মিলিত আসিয়া।
নিজ নিজ পাল সহ, সেই সম্ভাষণে,
নবীন উৎসাহে সবে পশিতাম বনে।

সকলি নবীন ;—নীল নবীন গগনে
হাসিত নবীন রবি, নীলিমা নবীন
ভাসিত কালিন্দী-নীল-নবীন-জীবনে।
নবীন প্রভাতানিল বহিত কাননে,
নবীন পল্লবে চুম্বি নবীন শিশির,
নবীন কুসুমরাশি, চুম্বি গোবর্দ্ধনে
নবীন কিরণে ধৌত সৌন্দর্য্য নবীন।
প্রকৃতির নবীনতা সন্থ সুধাময়
প্রভাতে করিত পূর্ণ নবীন হৃদয়।
পশিয়া নিবিড় বনে আনন্দে গোপাল,
শ্যাম মকমল-সম তৃণ সুকোমলে,
চরিত আপন মনে ; আপনার মনে,
গাইতাম খেলিতাম গোপাল আমরা।
সেই গীত, ক্রীড়া-হাস্য, মধুর পঞ্চমে,
অনুকরি গোবর্দ্ধন আপনার মনে
গাইত, হাসিত যত, ব্যঙ্গ করি তত
গাইতাম হাসিতাম আনন্দে আমরা।
'কুশল ত গোবর্দ্ধন !' প্রভাতে আসিয়া
জিজ্ঞাসিলে গিরিবরে—ত্রস্তে গিরিবর
'কুশল ত গোবর্দ্ধন !' করিত উত্তর।
শাথায় শাথায় কভু শাখামৃগ মত
ছুটিতাম খেদাইয়া একে অন্য জনে,

তুলিতাম কভু শাখে ফল ফুল মত,
কভু খাইতাম ফল; আবার কখন
করিতাম মধ্যাহ্নের তাপ নিবারণ
নিবিড় ছায়ায়। তুলি কভু বনফুল
সাজিতাম বনমালী! কভু শৃঙ্গে
দেখিতাম বৃন্দাবন বিশাল কানন,
যেন ক্ষুদ্র উপবন; রহিয়াছে ফুটি
তৃণাহারী নানাজীব পুষ্পের মতন।
পুণ্য-অদ্রি-পদতলে পবিত্র সুন্দর
পুষ্পপাত্র বৃন্দাবন, সৌধ-সুশোভিত
শোভিত মথুরা পুরী নৈবেদ্যের মত।
সায়াহ্নে আবার বন হইত পূরিত
সুগভীর শৃঙ্গনাদে, বেণুর ঝঙ্কারে।
'শামলী,' 'ধবলী,' 'লালী' বলি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিত রাখালগণ, আসিত ছুটিয়া
'শামলী,' 'ধবলী,' 'লালী' লইয়া বদনে
অভুক্ত তৃণের গ্রাস; ঘ্রাণিত আদরে
আপন-রাখাল-দেহ,—কত মনোহর
সে নীরব কৃতজ্ঞতা, নির্ব্বাক উত্তর!
উড়াইয়া ধূলি, খণ্ড-জলধর মত
চলিত মন্থরে গৃহে পালে পালে পালে!
মন্দ মন্দ গরজন ঘন হাম্বা রব,

বিজলী রাথাল-বালা, গোপশিশুগণ
নাচাইয়া ধড়াচূড়া, পক্ষ প্রসারিত
শোভিত আবদ্ধ হার বলাকার মত।
আসি স্নেহময়ী মাতা যশোদা আপনি
গৃহের বাহিরে ঝাড়ি ক্ষুদ্র কলেবর,
কহিতেন, "বাছা মোর ননীর পুতুল,
পড়িছে ঝরিয়া যেন গোচারণশ্রমে।
ছাড়িয়া মায়ের কোল থাকিস্ কেমনে
কণ্টক-কাননে, যাদু? আমি অভাগিনী
থাকি সারাদিন তোর পথ নিরখিয়া
বৎসহীনা গাভী মত!" চুম্বিতেন মাতা
সিক্তনেত্রে; চুম্বিতাম মায়ের বদন
—স্নেহের ত্রিদিব সেই! সস্নেহে যেমন
চুম্বে পরস্পরে পদ্মা সান্ধ্য সমীরণ।
কত কি যে রাখিতেন তুলিয়া আদরে;
খাইতাম কত কি যে; দুই ভাই মিলি
কহিতাম কত কথা; শুনিতে শুনিতে
কতই সরল গীত, স্নেহ-সম্ভাষণ,
পড়িতাম ঘুমাইয়া আনন্দে অধীর
স্নেহের ত্রিদিব সেই অঙ্কে জননীর।

নবীনচন্দ্র সেন



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

—* ১৪ *—

দশরথের প্রতি কেকয়ী

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে,
রঘুরাজ ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা-জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে ;
কহ তুমি,—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দ-সলিলে মগ্ন ? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে, কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন ?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতিগৃহচূড়ে ?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে ? কেন বা বাজিছে
রণবাদ্য ? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলী দিতেছে চৌদিকে ?
কেন বা নাচিছে নট, গায়িছে গায়কী ?
কেন এত বীণাধ্বনি ? কহ, দেব, শুনি,
কৃপা করি কহ মোরে,—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল-হেতু কৌশল্যা মহিষী
বিতরেণ ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘটারোলে ?

কেন রঘুপুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর-অভিমুখে ? রঘুকুলবধূ
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে—
কোন্ রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন্ রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
জন্মিল কি পুত্র আর ? কাহার বিবাহ
দিবে আজি ? আইবড় আছে কি হে গৃহে
দুহিতা ? কৌতুক বড় বাড়িতেছে মনে।
হা ধিক্ ! কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি,
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—"অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে,
ধর্ম্ম শব্দ মুখে—গতি অধর্ম্মের পথে !"

অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ; কিংবা দিয়া চুণকালি গালে
খেদাও গহনবনে। যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে ভুঞ্জিবে
এ কলঙ্ক, লোকমাঝে কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।

দশরথের প্রতি কেকয়ী

ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেবনর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয়!
তবে কেন কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে? কোথা পুত্র তব
ভরত,—ভারতরত্ন, রঘুচূড়ামণি?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ অপরাধী?
তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে? পুত্র তব চারি নরমণি!
গুণশীলোত্তম রাম, কহ, কোন্ গুণে?
কি কুহকে, কহ শুনি, কৌশল্যা-মহিষী,
ভুলাইলা মন তব? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার, রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে।
যাহা ইচ্ছা কর, দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায়? নরেন্দ্র তুমি! কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে?
চলিল, ত্যজিয়া আজি তব পাপপুরী

ভিখারিণীবেশে দাসী! দেশদেশান্তরে
ফিরিব, যেখানে যাব, কহিব সেখানে,
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা কব সর্ব্বজনে!
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
পুষি শারীশুক দোঁহে শিখাব যতনে
এ মোর দুঃখের কথা দিবস রজনী;—
শিখিলে ও কথা তবে দিব দোঁহে ছাড়ি
অরণ্যে, গায়িবে তারা বসি বৃক্ষশাখে—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
শিখি পক্ষিমুখে গীত গাবে প্রতিধ্বনি—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
লিখিব গাছের ছালে নিবিড় কাননে,
"পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি!"
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গ শৃঙ্গ-দেহে।
রচি গাথা, শিখাইব পল্লীবালদলে;
করতালি দিয়া তারা গায়িবে নাচিয়া!'—
"পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে

এ কর্ম্মের প্রতিফল। দিয়া আশা মোরে,
নিরাশ করিলে আজি ; দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি !
বাড়ালে যাহার মান, থাক তার সাথে
গৃহে তুমি। বামদেশে কৌশল্যা মহিষী,
যুবরাজ পুত্র রাম, জনকনন্দিনী
সীতা প্রিয়তমা বধূ—এ সবারে লয়ে
কর ঘর, নরবর, যাই চলি আমি।
পিতৃমাতৃহীন পুত্রে পালিবেন পিতা—
মাতামহালয়ে পাবে আশ্রয় বাছনি।
দিব্য দিয়া মানা তারে করিব খাইতে
তব অন্ন, প্রবেশিতে তব পাপপুরে !

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

—* ১৫ *—

মাতৃস্মরণে খুল্লনার আক্ষেপ

নিদয়া নিঠুর হিয়া অভাগীরে ছাড়িয়া,
ঘর গেলা না দিয়া বোলান ;
খাইয়া আমার মাথা না শুনিলে দুখ কথা
তোর কোলে যাউক পরাণ ॥ ৪

দুঃখ পায়্যা দশ মাস দিলে মোরে গর্ভবাস
কোলে কাঁখে করিলে পালন।
নিরপেক্ষে এক দণ্ডে ফেলিলে অনল কুণ্ডে
মা হৈয়া হৈলে অভাজন॥ ৮
না শুনিলে এই কথা যে ঘরে লহনা সতা
একচারী ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদ গলে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী॥ ১২
জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি শুকায় অগাধ নদী
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিনু কোলে সেহ নাহি মুখ মেলে
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়॥ ১৬
এখনি শিয়রে ছিলা না বলিয়া কোথা গেলা
তুয়া পায় করিনু বিদায়।
সর্ব্বশী মরিল যদি প্রাণ মোর নিল বিধি
জল দানে হইবে সহায়॥ ২০
উঠিয়া পর্ব্বত পাড়ে নিহালয়ে ঝোপ ঝাড়ে
দরী গিরি শিখর কানন।
এক ঠাই কৈল ছাগ সর্ব্বশীর নাহি লাগ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২৪

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

—* ১৬ *—

উত্তরার স্বপ্ন-কথন

"উত্তরে! উত্তরে! কই অভিমন্যু কই।"
উত্তরার শিবিরেতে ঊর্দ্ধশ্বাসে স্থলোচনা
আসি উন্মাদিনীপ্রায় কহে স্নেহময়ী—
"উত্তরে! উত্তরে কই অভিমন্যু কই?
শুনিয়াছি মহারণ করিতেছে দ্রোণ আজি,
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্রে মহা হাহাকার,
কই অভিমন্যু কই, উত্তরে! আমার?"
ধরিয়া সখীর গলা, কাঁদিয়া বিরাটবালা
কহে—"ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা পাইয়া এখন,
গিয়াছেন তথা; কিছু নাহি জানি আর;
কাঁদিতেছে প্রাণ মাগো! তোর উত্তরার।
গত নিশি চন্দ্র পানে চাহিয়া চাহিয়া
হইনু নিদ্রিতা যবে, দেখিনু স্বপন
ঘেরিল অভিরে সপ্ত শার্দ্দূল ভীষণ!
দাঁড়াইয়া দৃপ্ত সিংহশিশু মধ্যস্থলে,
পরাজিল সপ্তশত্রু অপূর্ব্ব কৌশলে।
শশাঙ্ক হইতে ধীর নর-নারায়ণ,
মনোহর পুষ্পরথে করি আরোহণ,
নামিলেন; নিরমল রথ-জ্যোৎস্নায়
আলোকিত রণক্ষেত্র অমৃত ধারায়।

অভিরে তুলিয়া বুকে লইয়া আদরে ;
উঠিতে লাগিলা রথ আকাশে মন্থরে।
কহিলাম,—'দয়াময় লও উত্তরায়।'
করুণ নয়নে চাহি কহিলেন হায় !
জগন্নাথ,—নেত্রে স্নেহ-অশ্রু দরদর—
'না, না, বৎসে ! যাবে তুমি বৎসর অন্তর।'
কহিনু,—'না, প্রাণনাথ ! ছাড়ি উত্তরায়
যাইও না তুমি ; ক্ষুদ্র উত্তরা তোমার
পারিবে না একা যেতে এতদূর হায় !'
জয়নাদে পূর্ণ হ'ল পৃথিবী গগন !
নাচিতে লাগিল রথ বেষ্টি তারাগণ।
কি সঙ্গীত, কি সৌরভ, বহিল ধরায়।
এ কি স্বপ্ন মাগো ! অভি গেল মা ! কোথায় ?"

নবীনচন্দ্র সেন

—* ১৭ *—

বুদ্ধের উপদেশ

এক দিন বুদ্ধদেব শ্রাবস্তি নগরে
আছেন সশিষ্য বসি পবিত্র বিহারে।
মৃত শিশু বুকে কৃষ্ণা গৌতমী জননী
আসি শোকাতুরা কহে—"নরনারায়ণ !

অতুল ঐশ্বর্য্য মম হউক অঙ্গার !
বৈজয়ন্ত সম পুরী হউক চূর্ণিত !
দেও বাঁচাইয়া মম বুকের সন্তান,
একমাত্র শিশু মম ! একমাত্র ধন
চাহি তব পদে ভিক্ষা ! দয়াময় তুমি
কর দয়া এ দাসীরে ! আছে মা তোমার ।
পুত্রহীনা মার দুঃখ কে ঘুচাবে আর ?
দেহ এই ক্ষুদ্রপ্রাণ ! দেও দুই প্রাণ !
নহে তব পদতলে লও প্রাণ আর !”
দেখিলেন বুদ্ধদেব করুণ নয়নে
কি গভীর পুত্রশোক ! ভাবিলেন মনে—
“হায় মায়াবদ্ধ জীব কি দুঃখ দারুণ
সহে এইরূপে ! সহে জন্ম জন্মান্তরে ।”
কহিলেন—“মাতঃ ! জানি ঔষধ ইহার ।
অচিরে করিব তব শোক নিবারণ ।”
আনন্দে মায়ের প্রাণ উঠিল নাচিয়া,
শুষ্কহ্রদে প্রবাহের হইল সঞ্চার ।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসি ধূলি-ধূসরিত,
পড়িল চরণে পুনঃ আনন্দ-বিবশা ।
কহিলেন, বুদ্ধদেব—“উঠ মাতঃ ! যাও,
আন গিয়া মুষ্টিমেয় সরিষা কেবল !”
সামান্য সরিষা ! হায় ! দ্বিগুণ অধীর

হইল আনন্দে প্রাণ কৃষ্ণা গৌতমীর।
চলিল সে রুদ্ধশ্বাসে ; আছে স্তূপাকার
সরিষা তাহার গৃহে। কহিলেন দেব,—
"সর্ষপ সে গৃহ হ'তে আনিও কেবল,
যেই গৃহে কেহ মাতঃ! মরেনি কখন।"
মৃত পুত্র বক্ষে কৃষ্ণা মাগিলা সরিষা
গৃহে গৃহে, কিন্তু হায়! মিলিল না গৃহ
যেইখানে মৃত্যু নাহি করেছে প্রবেশ,
জ্বালায়েছে শোকানল। হইল অতীত
নিষ্ফল ভিক্ষায় দিবা। ধীরে সন্ধ্যাদেবী
আসিলেন ; আসিলেন ধীরে নিশীথিনী,
অবসন্না শোকাতুরা নির্জ্জন প্রান্তরে
বসিল উদাস প্রাণে। খুলিল তাহার
জ্ঞানের নয়ন ধীরে। দেখিল জগৎ
নিশীথিনী ছায়া মত কৃষ্ণা ভয়ঙ্করী
মৃত্যুছায়া-সমাচ্ছন্ন। কত শত পুত্র
মরিয়াছে, মরিতেছে! কত পুত্র-চিতা
জ্বলিছে মানব-বক্ষে, শত সংখ্যাতীত,
ওই মহানগরের দীপালোক মত।
ধীরে ধীরে নিশীথিনী হইল গভীর ;
নিবিল সে দীপালোক। মৃত পুত্র ক্রোড়ে
উদাসিনী আসে বসি পূর্ণ আত্মহারা।

দৈববাণী মত কণ্ঠ কহিল গম্ভীরে—
"দেখ মাতঃ! হায়! ওই দীপালোক মত
মানব জীবনালোক জ্বলি অনুক্ষণ,
যায় মিশাইয়া পুনঃ গভীর আঁধারে
আপনার কর্ম্মফলে। কর্ম্মফলে তব
গিয়াছে চলিয়া পুত্র। যাইবে আপনি,
আপনার কর্ম্মচক্র কর অনুসার।"

নবীনচন্দ্র সেন

—* ১৮ *—

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

চেতন পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে,
"রাজ্য ত্যজি বনবাসে নিবাসিনু যবে
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে নিত্য নিশাকালে,
ধনু করে, হে সুধন্বি! জাগিতে সতত
তুমি! আজি রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি
বিপদ-সলিলে মগ্ন; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে...
বিরাম! রাখিবে আজি কে, কহ আমারে?
উঠ বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে

ভ্রাতৃ-আজ্ঞা? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চির ভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে
প্রাণাধিক, কহ শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ-কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয়! না শাস্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুল-জয়কেতু! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে।
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনু যথা; বিলাপে বিষাদে
অধীর কর্ব্বূরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলিদল, উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই নয়ন উন্মীলি।
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।

নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূতীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, সুধাবেন যবে
মাতা, 'কোথা রামভদ্র, নয়নের মণি
আমার, অনুজ তোর ?' কি বলে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে ?
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি চাহ তুমি মোর পানে
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ? আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতাকুলে—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি ! দয়াময়ী তুমি,

শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে
নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ! বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে,
বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

—* ১৯ *—

প্রমীলার চিতারোহণ

উতরি' সাগরতীরে রচিলা সত্বরে
যথাবিধি চিতা সবে ; বহিল বাহকে
সুগন্ধ চন্দনকাষ্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে।
মন্দাকিনী-পূতজলে ধুইয়া যতনে
শবে, সুকোষের বস্ত্র, পরায়ে রাখিল
দাহস্থানে রক্ষোদল ; পড়িলা গম্ভীরে
মন্ত্র রাজপুরোহিত ; অবগাহি' দেহ
মহাতীর্থে, সাধ্বী সতী প্রমীলা সুন্দরী,
খুলি' রত্ন-আভরণ বিতরিলা সবে।
প্রণমিলা গুরুজনে মধুরভাষিণী,
সম্ভাষি মধুর ভাষে দৈত্যবালা-দলে,

কহিলা ;—"লো সহচরি, এত দিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা অদৃষ্টের ফলে
আমার ! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে !
জানা'ও পিতার পদে প্রণাম আমার,
কহিও মায়েরে মোর"—হায় রে, বহিল
সহসা নয়নজল ; নীরবিলা সতী ;—
কাঁদিল দানববালা হাহাকার রবে।
মুহূর্ত্তে সম্বরি' শোক কহিলা সুন্দরী ;—
"কহিও মায়েরে মোর এ দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা তাই লো ঘটিল
এত দিনে! যাঁ'র হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে ;—
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে ?
আর কি কহিব সখি, ভুলোনা লো মোরে—
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।"
চিতায় আরোহি সতী (পুষ্পাসনে যেন !)
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে ;
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে।
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, উচ্চে উচ্চারিলা
বেদ বেদী ; রক্ষোনারী দিলা হুলাহুলি ;
সে রবের সহ মিশি' উঠিল আকাশে
হাহারব। পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে।

অগ্রসরি' রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে,—
"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে;
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজসিংহাসনে,
জুড়াইব আঁখি, বৎস, হেরিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণীরূপে
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে!
কর্ব্বুর-গৌরব রবি চির-রাহুগ্রাসে!
সেবিনু শিবেরে আমি বহু ভক্তি করি'
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,—
হায় রে কে ক'বে মোরে,—ফিরিব কেমনে
শূন্য লঙ্কাধামে আর? কি কথা বলিয়া
সান্ত্বনিব মায়ে তব, সন্তান-বৎসলা?
'কোথা পুত্র, পুত্রবধূ আমার?' সুধা'বে
যবে রাণী মন্দোদরী,—'কেমনে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?'—
কি ক'রে বুঝা'ব তা'রে? হায় রে কি ক'রে?
হা পুত্র! হা বীরশ্রেষ্ঠ! চিরজয়ী রণে!

হা মাতঃ রাক্ষস-লক্ষ্মী ! কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে ?”
   সহসা জ্বলিল চিতা। সচকিতে সবে
দেখিল আগ্নেয় রথ ; সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি। বামভাগে প্রমীলা সুন্দরী,
অনন্ত-যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে ;
চিরসুখ-হাসিরাশি মধুর অধরে।
   উঠিল গগন-পথে রথবর বেগে ;
বরষিলা পুষ্পসার দেবকুল মিলি,
পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।
   দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে
রক্ষোদল ; মহা যত্নে কুড়াইয়া সবে
ভস্ম, অম্বুরাশি-তলে বিসর্জ্জিলা তাহে।
ধৌত করি’ দাহস্থল জাহ্নবীর জলে
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আশু নির্ম্মিল মিলিয়া
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;—
ভেদি’ অভ্র, মঠচূড়া উঠিল আকাশে।
   করি’ স্নান সিন্ধু-নীরে রক্ষোদল এবে *
ফিরিল লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে ! . . .
বিসর্জ্জি’ প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে !
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে।—মধুসূদন দত্ত

—*২৫*—

বৃত্রসংহার

হেথা মহাসুর বৃত্র জয়ন্ত উদ্দেশে
ছুটে ঝটিকার গতি ; হেরি মহারথ
কার্ত্তিকেয় আদি সুর রক্ষিতে কুমারে,
চলাইলা দিব্য যান বেগে দ্রুততর ;
ছুটিলা অনল, দিবাকর অম্বুপতি,
বায়ুকুলপতি প্রভঞ্জন ভীম দেব,
করাল অন্তকমূর্ত্তি যম দণ্ডধর।
জ্বালাময় তিন চক্ষু, ভীষণ হুঙ্কারি,
দাঁড়াইল দৈত্যরাজ, সুররথিগণে
হেরি দূরে! হেরি দৈত্যে, যম দণ্ডধর
কালিম জলদবর্ণ, ঘোর স্বরে ভাষি,
কহিলা অমরবৃন্দে—"হে দেব সেনানি,
শ্রান্ত সবে বহু রণে যুঝিলা তোমরা,
ক্ষণকাল লভ হে বিশ্রাম—আমি যুঝি
দৈত্যরাজে ক্ষণকাল আজি।" চাহি তবে
সম্বোধিলা বৃত্রাসুরে—"হে দানবপতি
পরেত-পতিরে আজি ভেট রণভূমে।"
প্রেতপতি বাক্যে বৃত্র দুর্জ্জয় হুঙ্কারি
কহিলা, "হে ধর্ম্মরাজ, এত যদি সাধ
বৃত্রের সহ—ধর দণ্ড তবে ;

হের দেখ রাখিনু ত্রিশূল, আজি ইহা
না ধরিব অন্য দেব রণে, ইন্দ্রসুতে
কিবা ইন্দ্রে না আঘাতি আগে।" পার্শ্বদেশে
বিন্ধিলা ভৈরব শূল মনঃশিলাতলে
দৈত্যপতি; ভীম গদা ধরিলা সাপটি,
ঘুরাইলা ঘন স্বনে; ঘুরাইলা যম
প্রচণ্ড করাল দণ্ড। দুই করী যেন
বনমাঝে রণমদে করে করাঘাত,
তেমতি আঘাতে দোঁহে দোঁহা! দণ্ড গদা
প্রহারে বিদীর্ণ নভঃস্থল; ঘোর রব
উঠিল গগনে, ঘূর্ণ পাকে ডাকে বায়ু,
চূর্ণ মনঃশিলা চারিচরণ-ঘর্ষণে।
দণ্ডযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে, কেহ নারে
নিবারিতে কারে; ভ্রমে নিরন্তর ঘুরি
দুই ঘন মেঘ যেন শূন্যে ভয়ঙ্কর।
প্রেতরাজ কালদণ্ড ঘর্ঘরে ঘুরায়ে
আঘাতিলা ভীমাঘাত বৃত্র-মুষ্টিতলে।
সে আঘাতে ফিরে দণ্ড—ফিরে বৃত্রগদা
গজদন্ত বিনির্ম্মিত। তখন অসুর
বামস্কন্ধে শমনের ভীষণ বেগেতে
করিলা প্রচণ্ডাঘাত গদা ঘুরাইয়া।
যমরাজ বসিলা আঘাতে ভগ্নকটি,

দ্রুম যথা ছিন্নমূল পড়ে মড় মড়ি।
তুলিলা তখন দৈত্য ভয়ঙ্কর শূল
লক্ষ্য করি জয়ন্তের বিচিত্র পতাকা
দিলা রড় দেবরথিগণ ঝড়বেগে
হেরি সে ভীষণ অস্ত্র। দূর হ'তে হেরি
চালাইলা পুষ্পক বিমান ইন্দ্রাদেশে
মাতলি,—ছুটিল রথ ঘনদলে দলি
ঘর্ঘর নিনাদে ঘোর ত্রিদিব চমকি;
জয়ন্তের রথমুখে পথ আচ্ছাদিয়া
দাঁড়াইল ক্ষণকালে। বিদ্যুতের গতি
বাসব অমরনাথ ছাড়ি সে স্যন্দন,
আরোহিলা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বকুলেশ্বর।
শোভিল সুনীল তনু তনুচ্ছদ ভেদি,
শুভ্র অভ্র ভেদি যথা শোভে নীলাম্বর!
স্ফটিক জিনিয়া স্বচ্ছ সুদিব্য কবচ,
শিরস্ত্রাণ—দৃঢ় জিনি কঠিন অয়স;
স্ব[illegible]করণছটা কিরীট আকারে
[illegible] নিবিড় কেশ—আভা ছড়াইয়া
স্বর্ণ[illegible]মালা যেন ঘেরেছে মস্তক!
জ্বলি[illegible]সহস্র অক্ষি।—ভীষণ দম্ভোলি
শূন্যে তুলি সুরনাথ অশ্বে আরোহিলা।
উঠিলা নক্ষত্রগতি উচ্চৈঃশ্রবা হয়

মহাশূন্য ভেদ করি ; সুমেরু ছাড়িয়া
উচ্চ এবে দৈত্য-বপু—নগেন্দ্র সদৃশ ;
বক্ষঃ সমসূত্রে তার পক্ষ প্রসারিয়া
স্থির হৈলা অশ্বপতি—ডাকিল দম্ভোলি
শত জীমূতের মন্দ্রে বাসবের করে।
হেরি ঘোর ঘন স্বরে ভীষণ অসুর
কহিলা নিনাদি উচ্চে—"হা, দম্ভী বাসব,
ভাবিলে রক্ষিবে সুতে বৃত্রের প্রহারে !
কর তবে এ শূল-আঘাত সংবরণ
পিতাপুত্র দুই জনে।"—বেগে দিলা ছাড়ি।
ছুটিল ভৈরব-শূল ভীমমূর্ত্তি ধরি
মহাশূন্য বিদারিয়া, কালাগ্নি জ্বলিল
প্রদীপ্ত ত্রিশূল অঙ্গে ! হেনকালে, (হায়,
বিধির বিধান-গতি কে পারে বুঝিতে,)
বাহিরিল শ্বেতবাহু কৈলাসের পথে
সহসা বিমানমার্গে, শূল মধ্যস্থলে
আকর্ষি অদৃশ্য হইল নিমেষ ভিতরে !
অদৃশ্য হইল শূল মহাশূন্য কোলে !
হেরিয়া দনুজপতি কাতর হৃদয়
কহিলা কৈলাসে চাহি, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি,
"হা শম্ভু, তুমিও বাম !"—দগ্ধ হতাশ্বাসে
ছুটিলা উন্মত্তপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ,

ছিন্নমস্তা রাহু যেন ! অগ্নি চক্রাকার
ঘুরিল ত্রিনেত্র ঘোর—দন্তে কড় নাদ !
প্রলয়-ঝটিকা-গতি আসিয়া নিকটে
প্রসারি বিপুল ভুজ ধরিল সাপটি
ইন্দ্রকরে ভীম বজ্র—উচ্ছিন্ন করিতে
অস্ত্রবর। বজ্রদেহে জ্বালা ধক্ ধক্
জ্বলিতে লাগিল ভয়ঙ্কর ! সে দহন
মহাসুর না পারি সহিতে গেলা দূরে
ছাড়ি বজ্র ; ঘোর নাদে বিকট চীৎকারি,
লম্ফে লম্ফে মহাশূন্যে ভীম ভুজ তুলি
ছিঁড়িতে লাগিলা গ্রহনক্ষত্রমণ্ডলী,
ছুড়িতে লাগিলা ক্রোধে—বাসবে আঘাতি,
আঘাতি বিষমাঘাতে উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
ব্রহ্মাণ্ড উচ্ছিন্ন প্রায়—কাঁপিল জগৎ,
উজাড় স্বর্গের বন—উড়িল শূন্যেতে
স্বর্গজাত তরুকাণ্ড ! গ্রহ, তারাদল,
খসিতে লাগিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে !
উছলিল কল সিন্ধু, কত ভূমণ্ডল
খণ্ড খণ্ড হৈল বেগে—চূর্ণ রেণুপ্রায় !
সে চীৎকারে, সে কম্পনে বিশ্ববাসী প্রাণী
চন্দ্র, সূর্য্য, শূন্য, গ্রহ, নক্ষত্র ছাড়িয়া,
ছুটিতে লাগিল ভয়ে, রোধিয়া শ্রবণ,

কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোকে !—যে প্রলয়ে
স্থির মাত্র এ তিন ভুবন !—মহাকাল
শিবদূত কৈলাস দুয়ারে নন্দী দ্বারী
কাঁপিতে লাগিল ভয়ে ! কাঁপিতে লাগিল
ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার তোরণ ঘন বেগে !
কাঁপিল বৈকুণ্ঠদ্বার ! ঘোর কোলাহল
সে তিন ভুবন মুখে, ঘন উচ্চৈঃস্বরে—
"হে ইন্দ্র, হে সুরপতি, দম্ভোলি নিক্ষেপি
বধ বৃত্রে—বধ শীঘ্র—বিশ্ব লোপ হয় !"
এতক্ষণ সুরপতি ইন্দ্র সে দুর্যোগে
ছিলা হতচেত-প্রায়—বিশ্বকোলাহলে
স্বপনে জাগ্রত যেন বজ্র দিলা ছাড়ি ;
না ভাবিলা, না জানিলা ছাড়িলা কখন
ছুটিল গর্জ্জিয়া বজ্র ঘোর শূন্যপথে,
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু সঙ্গে দিলা যোগ,
ঘোর শব্দে ইরম্মদ অগ্নি অঙ্গে মাখি,
আবর্ত্ত পুষ্কর মেঘ ডাকিতে ডাকিতে
ছুটিতে লাগিল সঙ্গে ; সুমেরু উজলি
ক্ষণপ্রভা খেলাইল ; দিক্‌শূল যেন
ঘোর রঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া চলিল !
ঘুরিতে ঘুরিতে বজ্র চলিল অম্বরে
যেখানে অসুরপতি বিশাল শরীর,

বিশাল নগেন্দ্র-তুল্য, ভীষণ আঘাতে
পড়িল বৃত্রের বক্ষে,—পড়িল অসুর,
বিন্ধ্যধরাধর যেন পড়িল ভূতলে !
বহিল নিরুদ্ধ শ্বাস ত্রিভুবন যুড়ি।
বহিল বৃত্রের শ্বাসে প্রলয়ের ঝড়
"হা বৎস, হা রুদ্রপীড়" বলিতে বলিতে
মুদিল নয়নত্রয় দুর্জ্জয় দানব।
দহিল ঐন্দ্রিলা-চিত্ত প্রচণ্ড হুতাশে,
চিরদীপ্ত চিতা যথা ! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া
ভ্রমিতে লাগিল বামা—উন্মাদিনী এবে !

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়